# গ্রন্থাগার

ত্রৈমাসিক পত্র

গ্রন্থাগার দিবস সংখ্যা
১৩৬২ সাল

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

# গ্রন্থাগার

## বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

গ্রন্থাগার দিবস সংখ্যা। পঞ্চম বর্ষ ১৩৬২ সাল

সম্পাদক

শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়


সূচী


১। জন্মদিনে—সম্পাদকীয়

২। বইয়ের খবর—শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ...

৩। গ্রন্থাগারের কর্মক্ষেত্রের বিস্তারণ—শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়

৪। বয়ঃশিক্ষা ও গ্রন্থাগার আন্দোলন—শ্রীবিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত

৫। আমেরিকায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতির মূল কারণ কি ?
—শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু ... ২৫

৬। মেদিনীপুরে গ্রন্থাগার শিক্ষণ শিবির—শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ২৯

৭। গ্রন্থাগার দিবস সংবাদ ১৯৫৫ ৩৪—৪৪

৮। পরিষদ সংবাদ ৪৫—৫১

৯। গ্রন্থ সমালোচনা ৫২



DAS GUPTA

& COMPANY LTD.

BOOKSELLERS SINCE 1886

54-3, COLLEGE STREET,

CALCUTTA-12

Phone 34-3875.

# এযুগের সাহিত্য

**অনুবাদ সাহিত্য**

ম্যাকসিম গর্কির

**মা**

বিশ্ববিখ্যাত মাদার উপন্যাসটির পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন পুষ্পময়ী বসু॥

শোভন—৪৲ সাধারণ—২৷৷০

**সহযাত্রী**

তিনটি ছোট গল্পের সংকলন—১৸০

**নানালেখ্য**

বিভিন্ন সময়ে রচিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও ব্যক্তিগত পত্রাবলীর সংকলন—৪৲

**আমার ছেলেবেলা**

**জীবন স্মৃতি**

শোভন—৩৲ সাধারণ—২৲

আলেক্সি তলস্তয়ের বিখ্যাত ত্রয়ী

**অগ্নিপরীক্ষা**

১ম খণ্ড দুইবোন— ৫৲

২য় খণ্ড বিষণ্ণ প্রভাত— ৬৲

৩য় খণ্ড উনিশশো আঠারো— ৫৲

তিন খণ্ড একত্রে— ১৫৲

শিরতর পাভলেঙ্কোর

**জীবনের জয়গান**— ৪৲

নিকোলাই অস্ত্রোভস্কির

**ইস্পাত**

**কাহিনী**

পাঁচুগোপাল ভাদুড়ীর

**ভাগনাদিঘির মাঠে** ১৸০

গোলাম কুদ্দুসের

**একসঙ্গে** ২৲

**প্রবন্ধ**

রেবতী বর্মণের

**সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ** ৩৷৷০

**রাশিয়ার চিরায়ত সাহিত্য**

পুশ্‌কিনের

THE CAPTAIN'S DAUGHTER— ১৷/০

THE TALES OF IVAN BELKIN— ১৷/০

DUBROVSKY— ৷৷/০

গোগলের

TARAS BULBA— ৸০

তুর্গেনিভের

RUDIN— ১৸৵০

NEST OF THE GENTRY— ২৸/০

ম্যাকসিম গর্কির

MY UNIVESITIES ১৵০

SELECTED SHORT STORIES— ২৷০

**রাশিয়ার আধুনিক সাহিত্য**

টী. সোমুশ্‌কিনের

ALITET GOES TO THE HILLS

(স্তালিন পুরস্কার প্রাপ্ত ১৯৪৮) ২০

সুবেস্‌নভের

THE WHITE BIRCH TREE

(স্তালিন পুরস্কারপ্রাপ্ত ১৯৪৭)

দুই খণ্ডে ৩৵০

টিখোনোভের

STUDENTS

(স্তালিন পুরস্কারপ্রাপ্ত, ১৯৪০) ২৷৷৵০

কাতায়েভের

SPRING ON THE ODER

(স্তালিন পুরস্কারপ্রাপ্ত) ২৷৷৵

তালিকার জন্য লিখুন

**ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিঃ**

জীবন-বীমায়

# মেট্রোপলিটান

## ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী লিঃ

দি মেট্রোপলিটান ইন্‌সিওরেন্স হাউস

৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

## প্রত্যেক গ্রন্থাগারে থাকা দরকার

ভারত সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত অগ্নিযুগের বিপ্লবী উপন্যাস

বীরেন রায়ের

# খেয়ালী

পুনঃ প্রকাশিত হইল। আজই অর্ডার দিন

দাম আড়াই টাকা।

---

বৈমানিক বীরেন রায়ের

# বেতার বিজ্ঞান
# ও
# যন্ত্র নির্ম্মাণ

নূতন সংস্করণে, বেতার প্রেরক-যন্ত্র বা Transmitter তৈরীর প্রণালী, দূরদর্শন (Television) ও ঘরে বেতার গ্রাহক যন্ত্র-নির্ম্মাণ, আনুষঙ্গিক Morse Code শিক্ষা সমস্ত বহু চিত্র দ্বারা প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা।

দাম তিন টাকা

হিন্দী সংস্করণও পাওয়া যায়।

## -প্রাপ্তিস্থান-

**INDIAN AIRMAN**

**ROY MANSIONS, BEHALA,**
**CALCUTTA-43**

# LAKSHMI'S QUALITY PRODUCTS

INORGANICS

- CHROMES
- IRON BLUES
- BRUNSWICK GREENS

ORGANICS

- TONERS & LAKES in all the colours of the spectrum
- SIGNAL REDS
- VERMILIONETTES

Phone : 22-2286 Tele : add. : LAXPAINTS

**LAKSHMI PAINT WORKS**

**CALCUTTA-1.**

## "গ্রন্থ-সংরক্ষণ"

আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে গ্রন্থাগার পরিচালনায় অবিচ্ছেদ্য সরঞ্জাম ইস্পাতের—'পুস্তকাধার', 'ইন্-ডেক্স-প্লেট্', 'কেটালগ্-ষ্টাণ্ড্', 'বুক্-সাপোর্টার', 'ডামি-ষ্টাণ্ড', 'কার্ড-ইন্ডেক্স-ক্যাবিনেট্' 'র‍্যাক্' ও 'আল্মারি' প্রভৃতি যাবতীয় গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ করে আমাদের প্রতিষ্ঠান্ ইতিমধ্যেই সুনাম অর্জ্জন করেছে।

গ্রন্থ-চয়নে পাঠক ও গ্রন্থাগারিকের সুবিধার জন্য আমরা বর্ত্তমানে কাগজের—'ডেট্-লেবেল-কার্ড্', 'গাইড্-কার্ড্', 'ক্যাটালগ্-কার্ড্', 'বুক্-কার্ড্' 'বুক্-পকেট্', 'বুক-রিকুইজিশন-স্লিপ্', 'গাম-লেবেল্', 'এ্যাক্সেসন্ রেজিষ্টার', 'রিং-ফাইল', ইত্যাদি প্রস্তুত করে আপনাদের সেবায় ব্রতী। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্রালাপ করুন।

বিনীত—

**মুকুন্দ্রাকো এণ্ড এজেন্সী**

২৬ নং শাঁখারিটোলা ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—১৪

758.3
০৪৪।১৫

# জন্মদিনে

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জন্মতিথিকে স্মরণ করে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র গ্রন্থাগার দিবস পালনের আবেদন পরিষদের তরফ হতে এবারেও জানানো হয়। পরিষদের অফিসে প্রাপ্ত চিঠিপত্র এবং সংবাদপত্রাদির মধ্য দিয়ে যে খবর এসে পৌঁছেচে তাতে জানা যায় এই দিনটি সর্বত্রই উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয়েছে। পরিষদের আহ্বানে যে জনসাধারণের পরিপূর্ণ সমর্থন আছে এ খবর আনন্দের এবং গৌরবের।

আমাদের সকলের প্রিয় পরিষদের জন্মদিনকে স্মরণ করার এই উৎসব যে আত্মসন্তোষ লাভের অবসর নয় এ কথা বহুবার বহু কণ্ঠেই দ্বিধা-হীন ভাবে ঘোষিত হয়েছে। ব্যক্তির মত যে কোনও প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও তার সামাজিক সার্থকতার স্বীকৃতি পেয়ে ভবিষ্যতের পথে শুভকামনার সঞ্চয় নিয়ে অগ্রসর হওয়ার সবচেয়ে শুভক্ষণ এই জন্মদিন। জন্মদিন তাই অতীতকে বিশ্লেষণ করবার দিন, ভবিষ্যতকে স্মরণ করবার, তার আবির্ভাবকে সহজ করবার উপায় নির্দ্ধারণের দিন।

পরাধীন দেশের অন্য অনেক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মত গ্রন্থাগার আন্দোলনও আমাদের দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের আপন জিনিষ হিসাবেই জন্মগ্রহণ করে। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের বেলগাঁও অধিবেশনের পরে যে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বাংলা-দেশের প্রতিনিধিদল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে সেখানেই এই অঞ্চলের গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। সে সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিক গুরুত্বে গৌরবময়, এক উজ্জ্বল শুভ সিদ্ধান্ত। উত্তরকালে তার কর্ম্মপ্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদে অভিনন্দিত হয়েছে সে কথাও স্মরণীয়।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর মনীষি চাপমানের সভাপতিত্বে গ্রন্থাগারের মঙ্গলকামী ব্যক্তিদের এক সভায় নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার পরিষদ

গঠিত হয়। এই পরিষদের প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচিত হন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং তার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ।

দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এ পদক্ষেপ স্মরণীয়। কিন্তু এ আন্দোলন তখনও জনমানসকে যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে আশ্রয় করতে পারেনি এ সত্যকে অস্বীকার করে লাভ নেই। ফলে অল্প কয়েক জনের আপ্রাণ চেষ্টা, শত শুভবুদ্ধি সত্ত্বেও এ আন্দোলন বারে বারে প্রতিহত হয়েছে। কিন্তু ঐ অবসন্নতার ভাবকে কাটিয়ে ওঠার জন্য ঐ মুষ্টিমেয় উৎসাহীদের উৎসাহ ও কর্ম্ম-প্রচেষ্টা শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণীয়।

এই উৎসাহের ক্ষীয়মান অবস্থায় যিনি পুনর্ব্বার নূতন উদ্যমের সঞ্চার করতে সমর্থ হন তিনি এই আন্দোলনের ইতিহাসে সার্থকনামা পুরুষ— তিনি কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর তাঁর নেতৃত্বে অস্থায়ী কর্ম্মপরিষদ গঠিত হয়। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভায় পরিষদকে নূতন ভাবে সংগঠিত করবার প্রস্তাবাদি গৃহীত হয়।

পরিষদের এই নূতন সংবিধান নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন এই সংবিধান অনুসারেই পরিষদ রেজেষ্ট্রীকৃত প্রতিষ্ঠানরূপে পরিণত হয়।

নিরাসক্ত দৃষ্টিতে বিচার করলে এর পরের ইতিহাসও কম বেশী ওঠা নামার ইতিহাস হিসাবেই প্রতীয়মান হবে। কিন্তু তবু এর অধিকাংশ যে পরিষদের অগ্রগমনের, তার প্রভাব বিস্তারের আর ব্যাপক হতে ব্যাপকতর ভাবে জনসহযোগিতা লাভের ইতিহাস এ সত্যকে অস্বীকার করা যায় না।

মানুষের মনের উত্তেজনার খোরাক যোগানোর সম্ভাবনা পরিষদের কাজে খুবই কম। কিন্তু তবুও যে কর্ম্মীদল অবিচ্ছিন্ন স্রোতের মত পরিষদের কর্ম্মধারাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ করবার চেষ্টা করছেন তাঁদের সে চেষ্টা সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও অভিনন্দনের অপেক্ষা রাখে। পরিষদের জন্মদিনে নিজেদের সম্মিলিত দাবীকে পরিষদ-কণ্ঠে সার্থকভাবে প্রতিধ্বনিত হতে দেখে সাধারণের পক্ষ হতে ব্যাপকভাবে গ্রন্থাগার দিবস পালনের উৎসাহ দেখা

যায়। এই উৎসাহ পরিষদের কর্ম্মধারার সমর্থনের সঙ্গে সঙ্গেই পরিষদ কর্ম্মীদের প্রচ্ছন্ন অভিনন্দন জানায়, সম্মিলিত মনের আশীর্ব্বাদ জানায়। এ চিন্তা কর্ম্মীদের মনে আনন্দ জাগায়, তাদের উৎসাহ জোগায়।

অল্প কয়েকজনের স্নেহচ্ছায়ায় প্রতিপালিত হয়ে যে শিশু-প্রতিষ্ঠান প্রতি জন্মদিনে তার জীবনের ক্ষেত্রকে প্রসারিত হতে প্রসারিততর করে এগিয়ে চলেছে তার অতীত সগৌরবে স্মরণীয় সন্দেহ নেই। বর্ত্তমান আর ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে আমরা শুধু কামনা করবো যে পূর্ব্বগামীদের স্বপ্ন আমাদের মধ্য দিয়ে সফল হয়ে উঠুক। পরিষদের বর্ত্তমান সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় উল্লেখযোগ্য হয়ে থাক; তার ভবিষ্যত অধিকতর সহযোগিতার মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠুক।

---

"চলো, চলো, চলো। ঝরণার মতো চলো, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো চলো, প্রভাতের পাখীর মতো চলো, অরুনোদয়ের আলোর মতো চলো। সেইজন্যই তো পৃথিবী এমন বৃহৎ, জগৎ এমন বিচিত্র, আকাশ এমন অসীম। সেইজন্যই তো বিশ্ব ছুড়িয়া অণু পরমাণু নৃত্য করিতেছে এবং নক্ষত্রলোক আপন আপন আলোকের শিবির লইয়া প্রান্তরচারী বেদুইনদের মতো আকাশের ভিতর দিয়া যে কোথায় চলিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। চিরকালের মতো কোনোও এক জায়গায় বাসা বাঁধিয়া বসিব বিশ্বের এমন ধর্ম্মই নহে।"—

রবীন্দ্রনাথ।

# বইয়ের খবর

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাজারে যত বই পাওয়া যায় তাদের সংগ্রহ করবার মতো টাকা খুব বড় গ্রন্থাগারেরও থাকে না। টাকা যদিও থাকে তবু সব পুঁথিপত্র সংগ্রহ করে তাদের রাখবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। পৃথিবীর সকল দেশে সম্মিলিতভাবে প্রতি বৎসর লাখ দেড়েক বই ( টাইটেল ) প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ইংরেজী বইয়ের সংখ্যা হবে কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার। আমাদের দেশে ইংরেজী ও ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত পুঁথিপত্র ( সরকারী দলিলসহ ) চল্লিশ হাজার হবে বলে অনুমান করা হয়। ১৯৫০-৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৬ খানি সকল রকমের বই ছাপা হয়েছে। অবশ্য সরকারী দলিল এ হিসাবের মধ্যে ধরা হয়নি। মোট সংখ্যার মধ্যে ১০৬৩ খানি ভারতীয় ভাষায় লেখা ; এদের অধিকাংশই বাঙলা।

আমাদের দেশের পাঠক ও গ্রন্থাগারের এমন একটা বিশেষ সমস্যা আছে যা য়ুরোপ-আমেরিকার নেই। শুধু মাতৃভাষায় রচিত বই দিয়ে আমাদের গ্রন্থাগারের সংগ্রহ সম্পূর্ণ হতে পারে না। ইংরেজী বই চাই। প্রাচীন রোমের দেবতা জেনাসের মতো আমাদের সংস্কৃতি-জীবন দুমুখো হয়ে পড়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম—এই দু'দিকের সংস্কৃতিধারাকেই গ্রহণ করতে হবে। পাশ্চাত্যের সাধারণ পাঠক এবং ছোট ছোট গ্রন্থাগার প্রাচ্য খণ্ডকে বাদ দিয়েও চলতে পারে।

সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারগুলি প্রধানতঃ বাঙলা ও ইংরেজী বই সংগ্রহ করতে আগ্রহান্বিত। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির বই কেনার জন্য বরাদ্দ টাকার পরিমাণ বড় অল্প। সুতরাং অনেক খোঁজ-খবর নিয়ে ভেবে-চিন্তে পুস্তক নির্বাচন করতে হয়। অনুপযুক্ত বই কিনে একটি পয়সারও যদি অপচয় ঘটে তার ক্ষতি বহন করা কঠিন হয়ে পড়ে। পুস্তক নির্বাচনের সময় মোটামুটি তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়। প্রথম, যে বইটি নির্বাচন করা হলো সেটি ঐ বিষয়ের শ্রেষ্ঠ বই কিনা ; দ্বিতীয়, বইটি হয়তো খুব ভালো, কিন্তু যে গ্রন্থাগারের জন্য কেনা হচ্ছে সেখানে এ বই পড়বার মতো পাঠক আছে কিনা তা দেখতে হবে। অ্যারিষ্টটলের 'পোয়েটিক্স' একটি মূল্যবান বই ; তথাপি পশ্চিমবঙ্গের একটি ছোট গ্রন্থাগারে এ বই পড়বার মতো

পাঠক না থাকলে কেনার কোন অর্থ হয় না। পাঠকরা যে সব বই ব্যবহার করে উপকৃত হয় গ্রন্থাগারে তাদেরই মূল্য। কোনো বইয়ের পুঁথিগত মূল্যের দাম নেই। তৃতীয়ত দেখতে হবে যে, বইয়ের ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ গ্রন্থাগারে নিয়ত ব্যবহারের উপযোগী কিনা। পেঙ্গুইন সংস্করণের বার্নার্ড শ'র গ্রন্থাবলী সস্তা মনে হয়। কিন্তু কয়েকজন পাঠকের হাত ঘুরে এলেই বাঁধাই খুলে যায়, পাতা ছিঁড়ে যায়। কাগজ খুব খারাপ বলে নতুন করে বাঁধাবার উপায় থাকে না। সুতরাং গ্রন্থাগারের পক্ষে ভালো সংস্করণের বই একটু বেশী দাম দিয়ে কিনলেও শেষ পর্যন্ত সস্তাই পড়বে।

বিচারের জন্য বইয়ের খবর চাই। খবর না জানলে তুলনা চলে না। সমালোচকরা বইয়ের কি মূল্য নিরূপণ করেছেন তা জানলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সুবিধা হয়। গ্রন্থাগারিকদের পুস্তক নির্ব্বাচনে সহায়তা করবার জন্য আজকাল অনেক বিশেষ ধরণের পুঁথিপত্র পাওয়া যায়। নির্বাচকের প্রয়োজনে বইপত্র তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: (১) দুষ্প্রাপ্য বই; (২) ষ্ট্যাণ্ডার্ড বই; যে সব দুষ্প্রাপ্য হয়নি, কিন্তু অনেকদিন আগে বেরিয়েছে বলে তাদের সমালোচনা কিংবা বিজ্ঞাপন বড় একটা চোখে পড়ে না; যেমন, সেক্সপীয়র, বার্নার্ড শ', মধুসূদন, শরৎচন্দ্র ইত্যাদি প্রসিদ্ধ লেখকের বই; (৩) অধুনা প্রকাশিত বই।

সাধারণতঃ নিম্নলিখিত পুঁথিপত্র থেকে সকল প্রকার বইয়ের খবর পাওয়া যাবে।

(১) বড় বড় গ্রন্থাগারের পুস্তক তালিকা; বৃটিশ মিউজিয়াম, লাইব্রেরী অব কংগ্রেস, আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগার প্রভৃতির পুস্তক তালিকা।

(২) পুস্তকের বিষয় তালিকা বা Subject Bibliography; যেমন ইংরেজী সাহিত্যের সকল বইয়ের খবর (১৯০০ সাল পর্যন্ত) পাওয়া যাবে ৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ Cambridge Bibliography of English Literature থেকে। এখন একটি করে বার্ষিক তালিকা বের হয়। দেশপাণ্ডে সংকলিত Gandhiana-তে গান্ধীজীর নিজের লেখা এবং তাঁর সম্বন্ধে অন্য লেখকের লেখা বইয়ের বিবরণ পাওয়া যাবে।

(৩) জাতীয় গ্রন্থতালিকা বা National Bibliography।

(৪) পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতাদের তালিকা।

(৫) বিক্রয় করে লাভবান হবার উদ্দেশ্যে বে-সরকারী উদ্যোগে প্রকাশিত তালিকা; যেমন, Cumulative Book Index.

(৬) পুস্তক নির্বাচনে সহায়তা করবার জন্য ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক

সটীক ও বিষয়ানুসারে বর্গীকৃত গ্রন্থ তালিকা ; যেমন বৃটিশ কাউন্সিল প্রকাশিত British Book News.

(৭) দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকার পুস্তক সমালোচনা।

(৮) বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে উল্লিখিত পুস্তক তালিকা ; যেমন, ভারতীয় শিল্পকলার কোনো প্রামাণিক ইতিহাস থেকে ঐ বিষয়ের উল্লেখযোগ্য বইগুলির নাম পাওয়া যেতে পারে। এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকা, এনসাইক্লোপিডিয়া অফ সোসাল্‌সায়েন্সেস্, এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড এথিক্স প্রভৃতি কোষ গ্রন্থের প্রধান প্রধান প্রবন্ধের নিচেও প্রামাণ্য গ্রন্থের নাম পাওয়া যাবে।

## ইংরাজী বই

ইংরেজী বইয়ের খবর পেতে কোনো অসুবিধা নেই। বরং এই উদ্দেশ্যে প্রকাশিত এত বিভিন্ন ধরণের তালিকা আছে যে, প্রয়োজনীয় অল্প কয়েকটি বেছে নেয়াটাই সমস্যা। ইংরেজী দুষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহের আগ্রহ আমাদের সাধারণ গ্রন্থাগার-গুলির নেই। অবশ্য ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যদি হয় তাহ'লে আলাদা কথা। বৃটিশ মিউজিয়াম, ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরীর পুস্তক তালিকার সাহায্য প্রয়োজনের সময় গ্রহণ করা যেতে পারে।

আমাদের বেশী দরকার ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইংরেজী বইয়ের তালিকা। ইংরেজী বই বলতে অন্য ভাষা থেকে যে সব বই ইংরেজীতে তর্জমা করা হয়েছে তাদেরও যে আনা হচ্ছে। গ্রন্থাগারের সংগ্রহকে যুক্তিসঙ্গতভাবে গড়ে তুলতে হলে ষ্ট্যাণ্ডার্ড বইয়ের তালিকার বিশেষ প্রয়োজন। ধরা যাক, আপনার গ্রন্থাগারের সাহিত্য বিভাগে আপনি উল্লেখযোগ্য জার্মাণ ঔপন্যাসিকদের রচনার ইংরেজী অনুবাদ সংযোজনা করতে চান। কোন্ কোন্ ঔপন্যাসিক খ্যাতিমান, তাঁদের কোন্ কোন্ বই ইংরেজীতে অনুদিত হয়েছে, প্রকাশক কে, দাম কত—এ সব খবর হাতের কাছে পেলে কত সুবিধা? কিংবা ধরুন, মানবসভ্যতার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি ভালো বইয়ের পূর্ণ বিবরণ চান। কোথায় পাবেন? নিম্নলিখিত বইগুলি এ বিষয়ে সাহায্য করবে।

আমার সব চেয়ে ভালো বই মনে হয় Bessie Graham সম্পাদিত Book man's Manual-কে (7th ed ; N. Y. Bowker)। লেখক ও বই সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত টীকা দেওয়া আছে। বিষয়গুলি চমৎকার করে সাজানো। গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচন

করতে যে-সব বিবরণ জানার প্রয়োজন, তাদের সবই এখান থেকে পাওয়া যাবে। কয়েকজন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক সঙ্কলিত Good Reading (Farrar, Straus, $3.00) এ জাতীয় আর একটি ভালো বই। এই বইটি সস্তা মেটার সংস্করণে পাওয়া যায় বলে পাঠকরাও পাঠ-নির্দেশের জন্য ব্যবহার করতে পারেন। আর একটি উল্লেখযোগ্য তালিকা হলো The World's Best Books—Homer to Hemingway (N. Y. Wilson Co.) বিষয় অনুসারে সাজানো নয় বলে এ বইটির মূল্য কিছু কম। এখানে তিন হাজার বইয়ের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত টীকা আছে। Classics of the Western World, Chicago ALA $2.00) আর একটি উল্লেখযোগ্য বই। প্রাচীন যুগ থেকে জেমস্ জয়েস্ পর্যন্ত সকল নামকরা লেখকদের লেখা বই এবং তাঁদের সম্বন্ধে লেখা ভালো বইয়ের তালিকা পাওয়া যাবে এই ছোট বইটিতে। বিংশ শতাব্দীর প্রকাশিত আধুনিক ইংরেজি বইয়ের ( তর্জমা নয় ) তালিকা সঙ্কলন করেছেন এফ, এস, স্মিথ তাঁর What Shall I Read Next নামক গ্রন্থে। প্রায় দুহাজার বইয়ের তালিকা আছে। এসব বইয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক বই সাধারণতঃ উল্লেখ করা হয়নি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা সম্পর্কিত গ্রন্থের সবাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য তালিকা Hawkins-এর Scientific, medical and technical books published in the United States of America (N. Y. Bowker) বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিরা এগার হাজারের বেশি বিজ্ঞান বিষয়ক বই নির্বাচিত করে প্রত্যেকটির জন্য টীকা সংযোজন করে দিয়েছেন। বৃটেনে প্রকাশিত বিজ্ঞান গ্রন্থের সুনির্বাচিত তালিকা প্রণয়ন করেছেন ASLIB নামক বিশেষজ্ঞ সমিতি। এঁরা মাসিক তালিকাও প্রকাশিত করেন; সে তালিকা শুধু বৃটিশ প্রকাশনের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে না।

এ ছাড়া নিম্নলিখিত বইগুলির সাহায্যও গ্রহণ করা যেতে পারে।

Standard catalogue for public libraries (N. Y. Wilson); Three thousand books for a public library by Munford; The English Catalogue of Books, ইত্যাদি।

বাজারে বর্তমানে যে সব বই কিনিতে পাওয়া যায় তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যাবে এ'দুইটি বই থেকে: আমেরিকান প্রকাশনের জন্য দেখতে হবে Books in Print (N. Y. Bowker); এটি প্রত্যেক বৎসর বের হয়। বৃটিশ বইয়ের জন্য The Reference Catalogue of Current Literature (London, Whitaker) খোঁজ করতে হবে।

ধরা যাক, The Bridge of San Luis Rey-র লেখক কে তা আপনি জানতে

চান। এ দুটি বই খুঁজলেই লেখকের নাম প্রকাশক ও দাম ইত্যাদি পেয়ে যাবেন। অবশ্য যদি বইটি এখন বাজারে পাওয়া যায় তবেই খবর পাওয়া যাবে। আবার হয়তো আপনি জানতে চান যে জেনসেন-এর ( ১৯৪৪ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ) কোনো বই ইংরেজিতে অনুবাদ হয়েছে কি-না, এবং যদি হয়ে থাকে তাহ'লে কোথায় পাওয়া যাবে। এ বিষয়েও এ'দুটি বই থেকে সাহায্য পাবেন।

বিশেষ-বিষয়ক এত অসংখ্য পুস্তক তালিকা (Subject Bibliography) আছে যে তাদের উল্লেখ করবার চেষ্টাও বাতুলতা হবে। লণ্ডনের ন্যাশনাল বুক লীগ মাঝে মাঝে বিভিন্ন বিষয়ের উপর পুস্তক তালিকা প্রণয়ন করেন। এই তালিকাগুলি গ্রন্থাগারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। আমাদের দেশের গ্রন্থাগারও ন্যাশনাল বুক লীগের সদস্য হতে পারে।

নতুন বইয়ের জন্য বৃটিশ ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফির সাহায্য নেওয়া সবচেয়ে ভালো। বৃটেনে প্রকাশিত প্রায় সব পুঁথিপত্রের বিষয়ানুসারে বর্গীকৃত তালিকা প্রতি সপ্তাহে পাওয়া যায়। এ ছাড়া সাপ্তাহিক Book Seller, মাসিক Whitakers Cumulative Book list ইত্যাদি থেকেও বৃটিশ বইয়ের খবর পাওয়া যাবে। বৃটিশ কাউন্সিল সংকলন করেন British Book News নামক মাসিক তালিকাটি। আমাদের দেশের গ্রন্থাগারের পক্ষে এটি বিশেষ উপযোগী। এটি নির্বাচিত তালিকা। প্রত্যেকটি বইয়ের বিষয়বস্তু নির্দেশ করে টীকা দেওয়া হয় এবং দশমিক বর্গীকরণের পদ্ধতি অনুসারে বইগুলি সাজানো। প্রতি সংখ্যার দাম এক শিলিং। আমেরিকার বইয়ের জন্য নির্ভরযোগ্য এবং নির্বাচিত তালিকা United States Quarterly Book Review ; প্রকাশক—লাইব্রেরী অব কংগ্রেস।

নিউইয়র্কের উইলসন কোম্পানী পৃথিবীর সর্বত্র ইংরেজী ভাষায় যে সব বই প্রকাশিত হয় তাদের তালিকা প্রতি মাসে বের করেন। নাম Cumulative Book Index ; এখানে বিষয়, লেখক এবং বইয়ের নাম এক সঙ্গে অভিধানের মতো সাজানো থাকে ; সুতরাং প্রয়োজনীয় বিবরণ বের করা খুব সহজ। ভারতে প্রকাশিত ইংরেজী বইয়ের খবরও এর মধ্যে থাকে। বড় বড় গ্রন্থাগারের পক্ষে তালিকাটি অপরিহার্য। এই কোম্পানী আর একটি বড় সুন্দর তালিকা প্রকাশ করেন। সেটি হলো Book Review Digest. এই তালিকার প্রত্যেকটি বইয়ের নিচে নামকরা পত্রিকায় বইটি সম্বন্ধে প্রকাশিত সমালোচনার সারাংশ দেওয়া হয়। নব প্রকাশিত পুস্তকের মূল্য নির্ধারণে খুবই সাহায্য পাওয়া যায়।

British National Bibliography, Book Review Digest, Cumulative Book Index ইত্যাদি পত্রিকাগুলি ক্রমচয়ী (Cumulative) সুতরাং ক্রমচয়িত খণ্ডগুলি বহুদিন পরেও কাজে লাগে।

বিদেশী পত্রিকা নির্ব্বাচনের জন্য Willing's Press Guide ও Ulrich's Periodicals Directory-র সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। আপনার গ্রন্থাগারের জন্য হয়তো আপনি ক্রিকেট সম্বন্ধে ভালো একটি পত্রিকার সন্ধান চান। আলরিকস্ পিরিয়ডিক্যালস্ ডাইরেক্টরীতে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলির নাম, ঠিকানা ও চাঁদার হার পেয়ে যাবেন।

নতুন বইয়ের সমালোচনার জন্য টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেন্ট, নিউইয়র্ক টাইমস বুক রিভিউ এবং স্যাটারডে রিভিউ অব লিটারেচার (সবগুলিই সাপ্তাহিক) পড়লেই যথেষ্ট। বিশেষ-বিষয়ক পত্রিকা আছে অসংখ্য। তাদের নাম উল্লেখ করবার প্রয়োজন নেই।

ইংরেজী বই কেনার আগে এক বিষয়ে একটু সতর্কতার প্রয়োজন। আজকাল সব উল্লেখযোগ্য বই-ই বৃটেনে ও আমেরিকায় যুগপৎ প্রকাশিত হয়। প্রকাশক থাকে ভিন্ন। কখনো কখনো একই বই দুই দেশে দুই নামে বের হয়। নেহরুর আত্মচরিত আমেরিকার জন ডে কোম্পানী Toward Freedom নাম দিয়ে প্রকাশ করেছে। শুধু বইয়ের নাম থেকে কে বুঝবে ওটা তাঁর আত্মচরিত ছাড়া আর কিছু নয়? তেমনি হেমিংওয়ের The Sun also Rises এবং Fiesta একই বইয়ের দুই দেশে দুই নাম মাত্র।

উপরে যে সকল পুস্তক বিবরণী পুঁথিপত্রের উল্লেখ করা হলো আমাদের দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারের পক্ষে তাদের সবগুলি সংগ্রহ করা সহজ নয়। কিন্তু কোন বড় গ্রন্থাগারে গিয়ে এদের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

## এদেশের বই

বর্ত্তমানে পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশেই জাতীয় গ্রন্থ-তালিকা বা ন্যাশনাল বিব্লিওগ্রাফি প্রকাশিত হয়। এই তালিকা থেকে দেশের যেখানে যত পুঁথিপত্র বের হয় তার খবর পাওয়া যেতে পারে। আমাদের এখনো জাতীয় গ্রন্থ তালিকা নেই। জাতীয় গ্রন্থ তালিকার অনুরূপ একটি ত্রৈমাসিক তালিকা বিভিন্ন রাজ্য সরকার প্রকাশ করেন। ১৮৫৭ সালের প্রেস অ্যাণ্ড রেজিষ্ট্রেশন অব বুক্স আক্ট অনুসারে যে সব বই গভর্ণমেণ্ট পান তাদের উপর ভিত্তি করেই এই তালিকা প্রস্তুত করা হয়।

বই প্রকাশের অনেক পরে ( কখনো কখনো তিন বৎসর পরে ) এই তালিকা বের হয় বলে নতুন বই কেনার সাহায্যকারী হিসাবে এর বেশি মূল্য থাকে না। পরে অবশ্য এই তালিকা থেকে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে কোন্ কোন্ দরকারী বই বাদ পড়েছে। তাছাড়া বৈমাসিক তালিকার পুরনো ফাইল থেকে পুরনো বইয়ের খবর সংগ্রহ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে এই তালিকার সাহায্য অপরিহার্য। বৃটিশ মিউজিয়াম, ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরী, জাতীয় গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতির পুস্তক তালিকা থেকে পুরনো ও দুষ্প্রাপ্য বইয়ের বিবরণ পাওয়া যাবে। পুরনো বাংলা বইয়ের খবর পাওয়া যাবে লণ্ডের তালিকা, বৃটিশ মিউজিয়াম, ইণ্ডিয়া আপিস, জাতীয় গ্রন্থাগার, সাহিত্য পরিষদ ইত্যাদির পুস্তক তালিকা থেকে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত বাংলা সাময়িক পত্রিকার ইতিহাস ( দুই খণ্ডে ) বাংলা পত্রিকার খবরের জন্য একমাত্র আকর গ্রন্থ।

১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতে প্রকাশিত পুস্তকের এক কপি বৃটিশ মিউজিয়ামে পাঠানো হতো। সুতরাং বৃটিশ মিউজিয়ামের Subject Index to Modern Works —এ ইংরেজী ভাষায় ভারতে প্রকাশিত বইয়ের বিবরণ পাওয়া যাবে। কুমারস্বামীর Bibliography of Indian Art ; ইয়ুসুফ মেহেরালীর The Modern World : a political study syllabus : এশিয়ান রিলেশান্স্ কনফারেন্স ( দিল্লী ১৯৪৭ ) উপলক্ষে সংকলিত Books on Asia, Embree & Dobson সংকলিত Bibliography of the peoples and cultures of mainland, South East Asia ; জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃক সংকলিত Bibliography of Indian Anthropology প্রভৃতি বহু পুস্তক তালিকা থেকে বইয়ের বিবরণ সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু অন্যান্য দেশের পুস্তক তালিকার মতো আমাদের কোনো সম্পূর্ণ, ব্যাপক এবং সুপরিকল্পিত পুস্তক তালিকা নেই। নানা জায়গা থেকে বইয়ের সংবাদ সংগ্রহ করতে হয়। ইউনেস্কোর দিল্লী আপিস থেকে Social Science Bibliography : India সংকলিত হচ্ছে। এটি বিশেষ প্রয়োজনীয় তালিকা। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্সের মুখপত্র India Quarterly ভারতীয় সমাজবিদ্যা সম্পর্কিত পুস্তকের ত্রৈমাসিক তালিকা প্রকাশ করেছেন। ভারতীয় পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সঙ্ঘের মুখপত্র Indian Publisher and Book-seller প্রতি মাসে ভারতে প্রকাশিত ইংরেজী, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটি বইয়ের সংবাদ প্রকাশ করেন এবং বছরের শেষে বারো মাসের তালিকা ক্রমচয়িত (cumulated) করা হয়। G.M. Mores সম্পাদিত Bibliography of Indological studies এবং Kern Institute কর্তৃক প্রকাশিত Annual

Bibliography of Indian Archaeology থেকে বই সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া যায়। Bombay Historical Society কর্তৃক সংকলিত Annual Bibliography of Indian History and Indology আর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় তালিকা। প্রাচ্যবিদ্যা সম্বন্ধে দেশে-বিদেশে প্রকাশিত বইয়ের খবর পাওয়া যায় Luzac's Oriental List and Book Review (ত্রৈমাসিক) থেকে। যে সব গ্রন্থাগার গবেষণামূলক গ্রন্থ সংগ্রহ করতে চান তাঁদের পক্ষে এই পত্রিকাটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কলকাতার Indian Book Traders' Monthly এবং Orient Review & Literary Digest ইংরেজী ও ভারতীয় ভাষার বইয়ের খবর দেন। বোম্বাই থেকে প্রকাশিত Indian PEN ভারতীয় সাহিত্য জগতের খোঁজ-খবর সরবরাহ করেন। Indian Literary Review (Taraporevala), New Book Digest (New Book Co.) এবং Booknotes (Thacker & Co. —এর মারফৎ ভারতীয় প্রকাশন সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। এছাড়া ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত সকল দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকাতেই কিছু কিছু বইয়ের সমালোচনা করা হয়। উল্লেখযোগ্য পত্রিকা-গুলি সে জন্য নিয়মিতভাবে দেখা দরকার। মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকায় সর্বাপেক্ষা বেশি সংখ্যক বইয়ের বিস্তৃত সমালোচনা করা হয়।

লাইব্রেরি অব কংগ্রেস প্রকাশিত South Asia Publications in Western Languages—A Quarterly Accessions List একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তালিকা। ইউনেস্কো কর্তৃক সংকলিত Index Translationum থেকে বিভিন্ন ভাষায় বিদেশী সাহিত্য থেকে কি কি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে তার খবর পাওয়া যাবে। এটি বার্ষিক তালিকা।

## বাংলা বই

শঙ্কর গণেশ দাতে সংকলিত মারাঠী গ্রন্থ সূচীর মত বাংলা বইয়ের কোনো সূচী নেই। হ্যাণ্ডবুক বইয়ের নাম সংগ্রহের প্রধান সহায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত সাহিত্য সাধক চরিতমালা (৮ খণ্ড)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ১৩১০ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩২৩ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের একটি বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করতেন। এখন আর করা হয় না। পুরনো বইয়ের খবর এ থেকে পাওয়া যাবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদও কিছু কিছু তালিকা প্রণয়ন করেছেন। আশুতোষ দেবের নতুন বাংলা অভিধানের 'সাহিত্য পরিচয়' বিভাগে অন্যান্য ভাষার বইয়ের সঙ্গে বাংলা বইয়েরও পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ত্রৈমাসিক তালিকা,

বড় বড় গ্রন্থাগারের পুস্তক তালিকা, দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকার পুস্তক-সমালোচনা, সিগনেট প্রেসের 'টুকরো কথা', ভারতবর্ষের শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত নতুন বইয়ের তালিকা, মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'সাহিত্য সেবক মঞ্জুষা' ( ভুল সত্ত্বেও ) বাংলা বইয়ের খবর দেবে। 'যুগান্তর' ও 'আনন্দবাজার' পত্রিকার সাহিত্য ক্রোড়পত্র থেকে নিয়মিতভাবে নতুন বইয়ের খবর পাওয়া যায়। যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও রাখালরাজ রায় ১৩২২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য পঞ্জিকা সংকলন করেছিলেন। এ ধরণের সাহিত্য পঞ্জিকা প্রতি বৎসর বেরুলে বইয়ের খবর জানতে অসুবিধা হতো না। গত দু বছর ধরে দেশ পত্রিকার সাহিত্য সংখ্যায় এক বছরে প্রকাশিত নির্ব্বাচিত পুস্তকের তালিকা দেওয়া হয়। গত বছর মাসিক বসুমতীও এরূপ একটি তালিকা সংকলন করেছেন। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রকাশকের তালিকা থেকেও সাহায্য নিতে হয়। উপরে যে সব তালিকার উল্লেখ করা হলো তাদের অধিকাংশের বিবরণই অসম্পূর্ণ হয়তো প্রকাশকের নাম, দাম কিংবা বাজারে কিনতে পাওয়া যাবে কিনা সে কথার উল্লেখ থাকে না।

## অন্যান্য বই

হিন্দী আমাদের রাষ্ট্রভাষা। সুতরাং হিন্দী বইয়ের খবর জানা দরকার। খবর পাওয়া যাবে বিহার সরকার প্রকাশিত 'হিন্দী গ্রন্থসূচী' ( ১৯৫২ ) এবং মাতা-প্রসাদ গুপ্ত সংকলিত 'হিন্দী পুস্তক সাহিত্য' (১৮৬৭—১৯৪২) থেকে।

সংস্কৃত বইয়ের যে সব নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাদের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর পাওয়া যাবে পুণার ওরিয়েন্টাল বুক এজেন্সীর Catalogue of Sanskrit, Pali and Prakrit Books থেকে। প্রত্যেকটি বই সম্বন্ধে টীকা দেওয়ায় তালিকাটি পুস্তক নির্ব্বাচনের জন্য বিশেষ উপযোগী হয়েছে। এঁদের ত্রৈমাসিক তালিকাটিও কাজে লাগবে। আর একটি ভালো তালিকা হচ্ছে Ratna-Samuccaya—a comprehensive & classified catalogue of Sanskrit works published in India and abroad ; 3rd ed. 1939.

ভারত সরকারের প্রকাশনগুলির খবর দিয়ে ম্যানেজার অব পাব্‌লিকেশান্স ( দিল্লী ) একটি মাসিক তালিকা প্রকাশ করেন। দিল্লীর জৈন বুক ডিপো দেশের ও বিদেশের নব প্রকাশিত সরকারী পুঁথিপত্রের খবর একটি মাসিক তালিকায় প্রকাশ করে। সবচেয়ে সুন্দর তালিকা পাওয়া যায় লণ্ডনের ভারতীয় হাই-কমিশনের আপিস থেকে। এই মাসিক তালিকায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বইপত্র এবং ভারতের উপর অন্যান্য বই ও পত্রিকার খবর পাওয়া যায়।

মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত Indian Press Year Book ভারতে প্রকাশিত দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকার তালিকা দিয়েছেন। তালিকা স্বভাবতঃই অসম্পূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গ সাময়িক পত্রিকা সমিতির দপ্তরে একটি টাইপ করা পত্রিকার তালিকা আছে। তা থেকে সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

উপরের বিবরণ থেকে দেখা যাবে যে, ইংরেজী বইয়ের খবর জানবার জন্য যেমন সুন্দর তালিকা আছে এদেশের বইয়ের খবর জানবার জন্য তেমন কোন তালিকা নেই। আশার কথা, আমাদের সাহিত্য আকাদামি ভারতীয় প্রকাশনের ব্যাপক তালিকা প্রণয়নের কাজ আরম্ভ করেছেন। গত বৎসর ভারত সরকার Delivery of Books ( Public Library ) Act বিধিবদ্ধ করায় ভারতে প্রকাশিত প্রত্যেকটি পুঁথিপত্র জাতীয় গ্রন্থাগার প্রকাশকদের কাছ থেকে সরাসরি পাবেন। সুতরাং জাতীয় গ্রন্থ তালিকা প্রণয়নের কাজ শীঘ্রই আরম্ভ করা সম্ভব হবে। এ দুটি তালিকা বের হলে বইয়ের খবরের জন্য আর ভাবতে হবে না।

---

লেখক, পাঠক, প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক সকলকে ছাড়িয়ে প্রতিষ্ঠানকে তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে স্মরণ করবার শ্রেষ্ঠ অবসর তার জন্মদিন। নিজেদের গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা দিবস তাই উপযুক্ত মর্য্যাদায় পালন করুন। তার অতীতকে শ্রদ্ধার্ঘ দিন, বর্ত্তমানকে অভিনন্দন জানান, ভবিষ্যৎকে উপলব্ধি করুন। স্মরণ করুন কোন উজ্জ্বল ইতিহাসকে তা' অতিক্রম করে এসেছে কোন মহান লক্ষ্যে তা'কে পৌঁছে দেওয়ার নৈতিক দায়িত্ব আজ আপনাদের উপর এসে পড়েছে।

# গ্রন্থাগারের কর্মক্ষেত্রের বিস্তারণ

সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থাগারের প্রথম ও প্রধান কাজ হল জনসাধারণকে বই জোগান ও বই সম্বন্ধে তাদের খবরাখবর দেওয়া অর্থাৎ তাদের যে কোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। এই প্রথম ও প্রধান কাজ ছাড়াও বিদেশের প্রায় সব গ্রন্থাগারই তাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রের পরিধি নিম্নলিখিত ভাবে বিস্তার করার চেষ্টা করে :

(ক) পাঠককে জীবনের ও সাহিত্যের নব নব বিভাগের পথের সন্ধান দেয়। (খ) গ্রন্থাগারের পাঠকের সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করে—গ্রন্থাগারকে আরো জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করে। (গ) গ্রন্থাগারকেই স্থানীয় চারুকলা ও জ্ঞানের সম্প্রসারণের কেন্দ্রস্থল করে তোলে। কি কি উপায়ে গ্রন্থাগার উপরোক্ত তিনটি পথে অগ্রসর হয় তা নির্ভর করে অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর—গ্রন্থাগারের প্রধান কর্তব্য প্রথমেই পরিপূরণ করতে হয়—কিন্তু তা করেও আজকাল সব গ্রন্থাগারই নিজ নিজ সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে সাধারণকে নানাভাবে আনন্দ পরিবেশন করার চেষ্টা করে ও নিজ-নিজ কর্মক্ষেত্রের পরিধি ও প্রভাব বিস্তার করে।

সচরাচর নানা বিষয়ের ওপর জনপ্রিয় বক্তৃতার ব্যবস্থা প্রায় সব গ্রন্থাগারেই করা হয়। এই সব বক্তৃতাবলী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আলোকচিত্র সহকারে দেওয়া হয়—এই সব বক্তৃতা সহজ ও সরল ভাষায় হয়—যাতে উচ্চ শিক্ষিত না হলেও সাধারণ জ্ঞান ধীরে ধীরে বাড়ে। এইভাবে গ্রন্থাগারের সভ্য নয় এমন অনেক লোককে গ্রন্থাগারের উপকারিতা সম্বন্ধে সচেতন করা হয়। ছোট ছোট বিষয় সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রবন্ধের আলোচনায়—নাটক নভেল ব্যতীত জ্ঞানের বইয়ের চাহিদা বাড়ানো হয়। অনেক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে জনপ্রিয় নানা বিষয়ের বক্তৃতা ধারাবাহিকরূপে চালাবার ব্যবস্থা করা হয়। এই সব বক্তৃতাবলী যেন রাজনৈতিক দলাদলি ও মতবাদের পরিবেশক না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত। যে বিষয়ে মতানৈক্য হবার সম্ভাবনা এমন বিষয় সচরাচর বাদ দিয়েই যাওয়া উচিত। সাহিত্য, ইতিহাস, জীবনী, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভ্রমণ-

কাহিনী, কলা ও সমাজ-বিজ্ঞান-জাতীয় প্রবন্ধের আলোচনা ও বক্তৃতাই প্রশস্ত। রাজনীতি ও বিভিন্ন ধর্মাধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা সচরাচর না করাই ভাল ; এতে অনেক সময়ে বিভিন্ন মতবাদ সৃষ্টির সাহায্য করা হয়—উত্তেজনা ও অবশেষে অপ্রিয় ঘটনার সম্ভাবনা থাকে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ভ্রমণকাহিনী জাতীয় বক্তৃতা ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে করা যায় বলে তাহা অধিক জনপ্রিয়। স্থানীয় ইতিহাস ভূগোল ও সাহিত্য সমিতিগুলির সঙ্গে এক যোগে কাজ করার প্রতি দৃষ্টি রাখতে পারলে ভাল হয়। অনেক সময়ে সাধারণ পাঠকের নিকট গ্রন্থাগারের উপকারিতা ও প্রকৃত গ্রন্থাগারের মারফৎ কি কি বিষয়ে সেবা ও সাহায্য পাওয়া উচিত তার বিবরণ ও আলোচনা—বইয়ের ইতিহাস, বইয়ের ব্যবহার, ছবির ব্যবহার, রেফারেন্স বইয়ের—যথা অভিধান ও বিশ্বকোষ সমূহের যথাযথ উপযোগীতা ও ব্যবহার ইত্যাদির বিষয় আলোচনা ও বক্তৃতার ব্যবস্থা দ্বারা গ্রন্থাগারের জনপ্রিয়তা বাড়ানো যায় ও জনসাধারণকে জ্ঞানের পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করা যায়। বিদেশে গান ও সঙ্গীতের আসর অথবা সঙ্গীত শাস্ত্রের ওপর জনপ্রিয় বক্তৃতার বেশ সুন্দর ব্যবস্থা আছে। এই সব বক্তৃতাবলী রেকর্ডের সাহায্যে আরো জীবন্ত করে তোলা হয়। স্থানীয় সঙ্গীত ব্যবসায়ীরাও এ বিষয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন—তাঁরা অনেক সময়ে রেকর্ড ও বাদ্যযন্ত্র ধার দেন। আজকাল বিলাতে বড় বড় গ্রন্থাগারে বইয়ের মতনই গ্রন্থাগার থেকে রেকর্ড ধার দেবার ব্যবস্থা আছে। Westminister Public Libraryতে রেকর্ডের অতি সুন্দর একটি সুবৃহৎ সংগ্রহ আছে—সেখান থেকে স্থানীয় যে কেউ রেকর্ড নিয়ে অনেক দিন রাখিয়ে আবার তাহা ফেরৎ দিতে পারেন।

নাটক ও থিয়েটার ক্লাব প্রায় সব দেশেই কম বেশী আছে। বিদেশে দেখে এসেছি সহরের ও সহর থেকে দূরের গ্রন্থাগারেও নাটকের ব্যবহার খুব বেশী। অনেক জায়গায় স্থানীয় নাট্যামোদী লোকেরা গ্রন্থাগারের কর্মীদের সাহায্য নিয়ে ভাল ভাল নাটকের অভিনয় করেন। এই সব অভিনয় ঠিক পুরাদস্তুর অভিনয়ের মতন নয়—ইহাকে ঠিক নাটকের রিহার্সাল বলা যেতে পারে—সাধারণ সাজ পোষাকেই তাহা সম্ভব—অনেক সময় সিন-সিনারি-পট পরিবর্তনও লাগে না। বিভিন্ন পার্টের বা ভূমিকার অভিনয় বিভিন্ন লোকে করেন—পার্ট মুখস্থ না করে প্রত্যেকে বই দেখে দেখেই নিজ নিজ পার্ট বলে যান—একটিং বা অঙ্গভিনয়ও করে যান। আনন্দের পরিবেশের দিকে দেখলে এই ব্যবস্থা খুবই সুন্দর, সহজ ও সরল। নাটকের মতনই

আগমন ও প্রস্থান এতে থাকে। ইংরেজীতে এইরূপ যোগ্য অভিনয়কে বলা হয় প্লে-একটিং ও প্লে-গীভিং গ্রুপ। ছোট ছেলেমেয়েদের এই রকম প্লে-গীভিং গ্রুপে ২।৩ বার উপস্থিত ছিলাম। এতে সত্যই খুব আনন্দ হয়—প্রত্যক্ষ দেখে এসেছি। Leyton পৌর গ্রন্থাগারের একটি শাখা গ্রন্থাগারে এইরূপ বড়দের Play acting দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল—সন্ধ্যাবেলা খাওয়া দাওয়ার পর দারুণ শীতেও দেখি গ্রন্থাগারে বেশ ভিড় জমতে লাগলো—ছেলেমেয়ে, যুবক যুবতী, বুড়োবুড়ী, কেহই বাদ যায় নি। Noel Coward এর Blythe Spirit বইটির প্লে-একটিং হল—যদিও সিন সিনারীর অদল বদল কিছু ছিল না—তবুও অতি সুন্দর নাট্যাভিনয়ে সকলেই আমরা পরিতৃপ্ত হয়েছিলাম। এইভাবে গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনসাধারণ নির্মল আনন্দ উপভোগ করার ব্যবস্থা করেন। আমাদের দেশেও যাত্রাগানের ও অভিনয়ের আসর এ ভাবে গ্রন্থাগারের মাধ্যমে করা সম্ভব। বিশেষ করে পল্লীগ্রামের গ্রন্থাগারে এই সব ব্যবস্থায় জনসাধারণকে অতি সহজে গ্রন্থাগারে আকর্ষণ করা যায়। ওদেশে গ্রন্থাগারে অনেক সময়ে কবিতা পাঠ বা ভাল ভাল প্রবন্ধাদির আলোচনার ব্যবস্থাও আছে। স্থানীয় লেখকের বা কবির লেখার পাঠ ও আলোচনা অনেক গ্রন্থাগারে করা হয়। আধুনিক যুগে বেতার যন্ত্রের সাহায্য খুব বেশী ভাবেই নেওয়া হয়। ইংলণ্ডে B. B. C. প্রচারিত নানা জ্ঞানগর্ভ অনুষ্ঠান প্রায় সব গ্রন্থাগারেই পরিবেশন করার ব্যবস্থা আছে। অতি আধুনিক টেলিভিশান এর ব্যবস্থাও কোথাও কোথাও সুরু হয়েছে দেখে এসেছি। বেতার প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠান আমাদের দেশে আরো দেশোপযোগী ও যুগোপযোগী করে আমাদের গ্রন্থাগারের কাজে লাগানো যেতে পারে—এ বিষয়ে আমাদের দেশের কর্তৃপক্ষ যদি গ্রন্থাগারিকদের সঙ্গে এক যোগে কাজ করেন ত অনেক ভাল ব্যবস্থা করার সুযোগ পাওয়া যায়। জ্ঞানী-গুণী ও বিশেষ জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদের সারগর্ভ বক্তৃতাবলী বেতার কেন্দ্র থেকে পরিবেশন করলে দেশের সব গ্রন্থাগারই তার সুযোগ নিতে পারে। অবশ্য এর আগে আমাদের দেশের গ্রন্থাগারে বেতার যন্ত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। আশা করা যায় ঠিক মত ব্যবস্থা হলে রাষ্ট্র এ বিষয়ে অবহিত হয়ে যাতে দেশের ও দশের মঙ্গল হয় সেই ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে কার্পণ্য করবেন না। সম্প্রতি শিক্ষা বিভাগের অন্তর্গত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ও Adult education scheme-এ এদেশের গ্রন্থাগার ও স্কুলে রেডিও রাখবার ব্যবস্থাও হয়েছে।

গ্রন্থাগারে যখন কোনও বিষয়ে বক্তৃতা হয় তখন সচরাচর ঐ বিষয়ের যত বই আছে তার একটা তালিকা প্রস্তুত করে তাহা ঐ বক্তৃতার সময় বিলি করা হয়।

অনেক সময় গ্রন্থাগারে সংগৃহীত বই এর উপর নজর রেখে বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা হয় এতে গ্রন্থাগারের ঐ সব বইয়ের ব্যবহার বাড়ে। বক্তৃতার বিষয়ের বইও অনেক সময়ে আলাদা করে সাজিয়ে রাখা হয় যাতে যে কোনো পাঠক সহজে সেই বই দেখতে ও পড়তে পারে। এই মত বক্তৃতাবলী গ্রন্থাগার ভবনেই হওয়া বাঞ্ছনীয় এতে গ্রন্থাগারে জন সমাগম বাড়ে সাধারণ লোকেও গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সচেতন হয়। বিদেশের প্রায় সব বড় বড় গ্রন্থাগারে এবং ছোট ছোট কোনোটিতে আলাদা বক্তৃতা বা লেকচার হলের ব্যবস্থা আছে। এই হলে অনেক জন লোক যাতে বসতে পারে তার ব্যবস্থা থাকে। কোথাও বা ধাপ ষ্টেজের ব্যবস্থা দেখা যায়। ম্যাজিক লণ্ঠন, ফিল্ম প্রদর্শনী এই সব যাতে ঠিক ঠিক ভাবে দেখা যায় তার ব্যবস্থাও গোড়া থেকে করে রাখা হয়—যখন যেটির দরকার হয় অনায়াসে তা করা যায়। বক্তৃতায় অনেক সময়ে বিশেষ কোনো বিষয়ের ওপর আলোচনা সভায় মাত্র ১০।জন সমবেত হয়—এও দেখা গেছে। অনেক গ্রন্থাগারে বিশেষ বিষয়ের সব আলোচনা সভার জন্য ছোট্ট ছোট্ট study circle বা পাঠচক্র থাকে তাহার জন্য ছোট ছোট ঘরের ব্যবস্থা রাখা হয়—যেখানে ২০।২৫ জনের বসার ব্যবস্থা—ব্ল্যাক বোর্ড—কিছু বই ইত্যাদি রাখার বন্দোবস্ত থাকে। আমাদের দেশে, বিশেষতঃ ছোট ছোট সহরের বা গ্রামের গ্রন্থাগারের নিজস্ব বাড়ী বলতে বিশেষ কিছু নেই—বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কোনো বাড়ীর ২।১খানা ঘর বা কামরা মাত্র গ্রন্থাগারকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। এই সব ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের আওতায় যে মিটিং বা বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয় তা বেশী জনসমাগমের সম্ভাবনা থাকলে কাছাকাছি অন্যত্র কোথাও কোনো বড় লোকের বাড়ী বা স্কুলের কোনো হলে ব্যবস্থা করিতে হয়। ছোটখাট আলোচনা সভা বা বক্তৃতার ব্যবস্থা অনেক সময়ে গ্রন্থাগার কক্ষেই করা যেতে পারে—এবং হয়ও তাই।

বিদেশের অনেক গ্রন্থাগারেই আজকাল সিনেমা দেখাবার ব্যবস্থা রাখা হয়—সেই সব যন্ত্রপাতি যাতে যথাযথভাবে সুরক্ষিত থাকে তার ব্যবস্থা করা হয়। আজ-কাল এপিডায়েস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে বই বা ছবি থেকেই সোজা পর্দ্দায় তাহা দেখান যায়—এতে ম্যাজিক লণ্ঠনের স্লাইড তৈরীর হাঙ্গামা ও খরচ বাঁচে। এদেশে এই সব যন্ত্রপাতি অনেক সময়ে কাজের জন্য ভাড়া করে আনা হয় ম্যাজিক লণ্ঠনের স্লাইডও অনেকে ভাড়া করে আনেন এবং কাচ ফুরুলে তা ফেরৎ দেন। কিন্তু বড় বড় গ্রন্থগারে প্রায় সর্ব্বত্রই নিজেদের ফিল্ম ও স্লাইডের সংগ্রহ থাকে তাতে গ্রন্থাগারের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন সময়ে ঐ সব ছবি দেখান হয়— বক্তৃতার

ব্যবস্থাও করা হয়। বিদেশে এই সব বক্তৃতা ও ছবি দেখানোর জন্য কোথাও সামান্য কিছু দর্শনী দিতে হয়—আবার অনেক জায়গায় এর জন্য কোনো মূল্য দিতে হয় না। বক্তাকেও অনেক সময় পারিশ্রমিক দিবার ব্যবস্থা থাকে। আমাদের দেশে এ সব ব্যবস্থা হতে অনেক সময় লাগবে একেইত আমাদের দেশ গরীব—তার ওপর রাষ্ট্রীয় সাহায্য না পেলে অথবা দানবীর কেউ সাহায্য না করলে এ বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নিজের থেকে সুষ্ঠু ভাবে হওয়া দুরুহ। যদি সহৃদয় কোনো ব্যক্তি এই সব ব্যবস্থার জন্য কিছু টাকা দেন বা দান করে দেন তাহলে সেই মত ব্যবস্থা গ্রন্থাগারের তরফে করা চলে। ছোটদের জন্য এই সব বক্তৃতা আরো ভাল ভাবে করার ব্যবস্থা ঐ সব দেশে আছে তাতে কাজও অনেক ভাল হয়। স্থানীয় স্কুল কলেজের সহযোগীতায় ছোট ছেলেমেয়েদের আলোকচিত্র সহযোগে চিত্তাকর্ষক গল্প ও সহজ সরল বক্তৃতায় খুব ভাল কাজ পাওয়া যায়। বয়স্কদের চেয়ে ছোটদের কাছে এই সব ব্যবস্থার প্রয়োজন বেশী কিন্তু আমাদের দেশে যেখানে বয়স্কদের জ্ঞানের সীমা শিশুদেরই মতন সেখানে ছুকাজেই লাগাবার ব্যবস্থা করাতে হবে। বিভিন্ন দিন বা সময়ের পালা করে ছোটদের ও বড়দের বক্তৃতার ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। বিদেশে প্রত্যেক এই রকম বক্তৃতার শেষে জানিয়ে দেওয়া হয় যে গ্রন্থাগার সকলকে আহ্বান করছে—গ্রন্থাগারের দ্বার তাদের জন্য সব সময়েই খোলা—গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহারের সুবিধার ওপর এই ভাবে প্রচার করার ব্যবস্থা রাখা হয়। কি করে গ্রন্থাগারের সভ্য হওয়া যায় তাও বলে দেওয়া হয় যাতে সহজে যে কেউ এই সুবিধার সুযোগ নিতে পারে।

আগেও বলা হয়েছে ছোটদের গ্রন্থাগারে গল্পের আসরে কেমন নূতন নূতন বইয়ের ও বিষয়ের অবতারণা করা হয়—ছোটদের সর্ব্ব বিষয়ের জ্ঞান পরিমা/সব রকম প্রচেষ্টা করা হয়।

অনেক সময়ে দেখা যায় যে কোনো বিষয়ের প্রদর্শনী বা এক্জিবিসন্—তা সাহিত্য বিষয়ক বা গ্রন্থপঞ্জী বিষয়ক নাহলেও ঠিক বক্তৃতাবলীর মতই কাজের হয়। এই প্রদর্শনী নানান রকমের হতে পারে—কখনো কয়েক সপ্তাহব্যাপী গ্রন্থাগারের লেকচার হলে বেশ বড় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হতে পারে—কখনোবা গ্রন্থাগারে কোথাও ছোট শো কেসে সজ্জিত কয়েকখানা বই ছবি বা মনোহর জিনিষপত্রও হতে পারে। ওদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ছাপাছবি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা মাঝে মাঝে করেন—যদি কোথাও চারুকলার গ্যালারী ও তার আলাদা কমিটি থাকেত সে সব ক্ষেত্রে এই সব ব্যবস্থা পেষোক্ত কমিটিই করে থাকেন। ছুটির আগে ওসব দেশে

বেড়াতে যাবার দেশের সব ছোট ছোট প্রদর্শনীর ব্যবস্থা আছে—এতে ঐ সব বেড়াবার জায়গায় বিশেষ সুখ-সুবিধা ও যাতায়াত দির বিষয় বেশ ভাল প্রচার করা সম্ভব হয়। রেলওয়ে কর্তৃক বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভ্রমণ বৃত্তান্ত, গাইড বই, সাধারণ বিবরণ, স্থানীয় ইতিহাস, মানচিত্র ইত্যাদি দিয়েও বেশ মনোমুগ্ধকর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। এই সব ছোটখাট প্রদর্শনীতে আসল শিক্ষাই হয় বেশী—এবং এইরূপ শিক্ষার প্রয়োজনও সবচেয়ে বেশী। এই সব প্রদর্শনীতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষও রেলওয়ে অনেক সাহায্য করেন—বিদেশে ট্যুরিষ্ট এজেন্সি, জাহাজ কোম্পানী ও আধুনিক যুগে এয়ার কোম্পানী সকলেই কিছু কিছু জিনিষপত্র দিয়ে এই সব প্রদর্শনীতে সাহায্য করতে পারেন।

গ্রন্থাগারের সঙ্গে স্থানীয় যত কিছু সভা সমিতিকে একযোগে কাজ করতে হয়। এতে সুবিধা অসুবিধা নাই এই সব সভা সমিতির মধ্যে কোনোটি বা সাহিত্য সভা কোনোটি আর্টের, অথবা কৃষ্টি ও কালচারের সভা, কোনোটি বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সভা। এই সব সভাসমিতি বিনা ভাড়াতেই গ্রন্থাগারের ছোট ছোট পাঠচক্রের ঘর ব্যবহার করবার অনুমতি পায়। অনেক সময়ে এই সব ঘর ব্যবহারের জন্য নামমাত্র মূল্য নেওয়া হয়—ঘরের আলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার খরচ বাবদ। ইংলণ্ডে অনেক গ্রন্থাগারেই অন্ধদের জন্য বিশেষভাবে লেখা Braille System এর বহির জোগাড় রাখার ব্যবস্থা আছে। অনেক জায়গায় এই সব বই নিয়মিত ভাবেই স্থানীয় Blind society থেকে অথবা National Library for the Blind থেকে বই ধার করার ব্যবস্থা আছে। প্রায় প্রতি সহরেই হাসপাতালে রুগীদের বই পড়বার সুব্যবস্থা আছে। মানসিক রোগের হাসপাতালে Lancaster এ যে বৃহৎ হাসপাতাল আছে—তাতে প্রায় তিন হাজার রোগী ও রোগিনী—সেখানেও অতি সুন্দর গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা আছে দেখে এসেছি। ও দেশে বুড়ো বুড়ীদের জন্য যে সব সরকারী old men's houses আছে সেখানেও বই পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়।

Almhouses ও Workhouses এর বাসিন্দারাও যা ইচ্ছামত বই পড়বার সুযোগ পান তার ব্যবস্থাও করা হয়। সমুদ্রের উপকূলের অনেক সহরে মাঝি মাল্লাদের জন্য ছোট ছোট গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা আছে দেখে এসেছি। নরওয়েতে, ডেনমার্কেও এই ব্যবস্থা বেশ সুন্দর ভাবে চালু আছে। এ সব বিষয়ে অন্যত্র আরো বিশদভাবে বলার ইচ্ছা রইল। আজ শুধু আর ২।১টি অনুরূপ গ্রন্থাগারের কর্মক্ষেত্রের সমগ্র সম্প্রসারণের কথা বলে এই পরিচ্ছেদ শেষ করবো। পৌর প্রতিষ্ঠানের অনেক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের এবং শাখা গ্রন্থাগারে দেখেছি—যে, যেসব বয়স্ক ব্যক্তিরা নিজেরা

হেঁটে গ্রন্থাগারে আসতে না পারেন অথবা যাদের আত্মীয় স্বজনে এমন কেউ নেই যারা গ্রন্থাগার থেকে তাঁদের বই জোগাড় করে নিয়ে যায়—এমন সব বৃদ্ধ বৃদ্ধা ও অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্য ছোট ছোট বাক্সে করে বই ভর্ত্তি করে বাড়ী বাড়ী পাঠাবার ব্যবস্থা আছে। এইরূপ ২।১টি দলের মধ্যে আমার ২।৪ দিন ঘোরার সৌভাগ্য হয়েছিল। বাক্সে প্রায় ২৫।৩০ খানি নানান বিষয়ের বই থাকে—সেই বাক্স নিয়ে এক এক বাড়ী যাওয়া হয়—বুড়োবুড়ীরা কি অসীম আগ্রহেই অপেক্ষা করে—না দেখলে বিশ্বাস হয় না। পুরাতন বই ফেরৎ দিয়ে চার খানা বা ৫।৭ খানা নূতন বই তাঁরা বেছে নেন্। আবার হয়ত সপ্তাহ পরে বই বদলে কাজেই নিজ নিজ প্রয়োজন মত—তাঁরা কেউ বেশী কেউ কম বেছে নেন্। বাজে কথায় পরনিন্দায় ও পর চর্চ্চায় সময় নষ্ট না করে কেমন সুন্দর ভাবে বই পড়ে এরা সময় কাটাবার সুযোগ পায় ও এই সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে বলে কতটা যে এরা অনুগৃহীত বোধ করে তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। আমাদের দেশেও পরীক্ষা মূলক ভাবে বাছাবাছা ২।৪ জায়গায় এই প্রথার প্রচলন করা যায়। আমাদের দেশের বুড়োবুড়ী যারা পড়তে জানেন—তাঁদের এই ভাবে পড়ার সুযোগ দিলে তাঁরা যে কত সুখী হবেন—সে সহজেই অনুমেয়। জ্ঞানের চর্চা সব বয়সেই সম্ভব এবং বৃদ্ধ বয়সে জ্ঞানচর্চ্চার এই সুবিধা থাকায় সাধারণ লোকের কাছে এই ব্যবস্থা ও প্রথার খুবই প্রশংসা পাওয়া যায়।

আমাদের দেশের গ্রন্থাগার থেকে যদি ধরে করেও কিছু বই বাড়ী বাড়ী নিয়ে যাওয়া হয় ও তাঁদের চাহিদা মতন ২।১ খানা বই পড়তে দিয়ে আসা হয়—তাহলে জন সাধারণের কাছে গ্রন্থাগার আরো জনপ্রিয় হয়ে ওঠাই সম্ভব।

গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্ম্মীর সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে গ্রন্থাগার সব সময়েই জন সাধারণের কাজে লাগিবার জন্য সচেতন থাকিবে। ভালবাসার দ্বারা সেবার দ্বারা যত সহজে জন সাধারণকে আকৃষ্ট করা যায়—তত আর অন্য কিছুতেই নহে। গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় করিতে হইলে গ্রন্থাগারিকের উচিত সব সময়েই জন সাধারণকে গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করা। জনসাধারণের জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনায় সাহায্য করা—গ্রন্থাগারিকের প্রধান কর্ত্তব্য। মানব সমাজের জ্ঞানের সেবায় উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে—গ্রন্থাগারিককে সব সময়েই হাসি মুখে পাঠক পাঠিকার প্রশ্নের সমাধান করিতে হইবে—এই জন সেবার আগ্রহের উপরই গ্রন্থাগারের সাফল্য নির্ভর করে।

গ্রন্থাগারের কর্ম্মক্ষেত্র সম্প্রসারণের আলোচনা আজ এইখানেই শেষ। আমাদের দেশে বিদেশের মতন ঐ পথে গ্রন্থালয়ের পরিধি বা কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তারের উদাহরণ

কেবলমাত্র সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত দিল্লী সাধারণ গ্রন্থাগারে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থাগার সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের শিল্প, বিজ্ঞান ও কৃষ্টি সম্মেলনের সহিত আমাদের ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকারের এক যোগে কাজ করিবার ফল। যথাস্থানে এ বিষয়ে বিস্তারিত বলিবার ইচ্ছা রহিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পশ্চিম বঙ্গেও গ্রন্থাগার আন্দোলনের ঢেউ আসিয়াছে—আশা করা যায় সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার সমন্বয়ে যথাযথ পথে এই আন্দোলন পরিচালিত হবে—জনসাধারণ জ্ঞান ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হবে।।

---

P2948

# বয়ঃশিক্ষা ও গ্রন্থাগার আন্দোলন

শ্রীবিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত
অনুবাদিকা—শ্রীমতী মীরা চৌধুরী

প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রচুর দায়িত্ব। দেশের শাসন ব্যাপারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁদের অংশ গ্রহণ করতে হয়। নিজেদের অধিকার ও দায়িত্ব উপলব্ধি করার জন্য বয়স্ক নাগরিকের সম্যক শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং নৈতিক মান থাকা প্রয়োজন তা না হলে গণতন্ত্র জনতাতন্ত্রে পরিণত হবে। শাসনতন্ত্রের সমস্যা, নির্ব্বাচনের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির সম্যক উপলব্ধি থাকা নাগরিকের পক্ষে প্রয়োজন। রাজনীতিক দলের শ্লোগান এবং প্রচারকার্য্য যেন তাঁদের ভুল পথে না নিয়ে যায়। নাগরিক জীবনের প্রস্তুতিতে গ্রন্থাগারের ভূমিকা বৃহৎ। গ্রন্থাগারের প্রধান কর্ত্তব্য বয়স্ক জনের শিক্ষা ও সংস্কৃতির চাহিদা মেটান, তাঁদের পাঠস্পৃহা জাগ্রত করা এবং নিজ পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, জাতি তথা বিশ্বের উন্নতি ও কল্যাণে অংশ গ্রহণে তাঁদের সক্ষম করে তোলা। জাতিধর্ম্ম শ্রেণী ও পেশা নির্ব্বিশেষে সকল মানুষকে পুস্তক, পুস্তিকা, সংবাদপত্র ও পত্রিকা, চিত্রাবলী, চলচ্চিত্র, রেকর্ড ইত্যাদি যোগান এবং শিক্ষার এই সমস্ত উপকরণের ব্যবহার তাদের ওয়াকিবহাল করে তোলা। সাধারণ শিক্ষা বৃত্তিমূলক শিক্ষা, তথ্য সরবরাহ, গবেষণা, মনোরঞ্জন এবং সুকুমার শিল্প অনুশীলনেরও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা করবে। চিন্তাশক্তির বিকাশে গ্রন্থাগার সহায়তা করবে। প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, গ্রন্থ তালিকা প্রনয়ণ, আলোচনা, বক্তৃতা, পাঠক্রম, চিত্র প্রদর্শন এবং পঠনকার্য্যে সহায়তা করা গ্রন্থাগারের কর্ত্তব্য। এই সকল কাজ তারা অন্য শিক্ষামূলক সাংস্কৃতিক এবং সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্তভাবে করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, সংগ্রহশালা শ্রমিক সঙ্ঘের নাম করা যায়।

আধুনিক গ্রন্থাগার উনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মানুষকে তার নাগরিক জীবনের দায়িত্ব বহন করার উপযোগী শিক্ষাদানের প্রচেষ্টার মধ্যে জন্মলাভ করে। উনবিংশ শতাব্দীর জনকল্যাণকামী মহাপুরুষরা তৎকালীন সমাজ জীবনের গ্লানিকে দূরীভূত করার উপায় হিসাবে গ্রন্থাগার আন্দোলন আরম্ভ করেন। তাদের শ্লোগান 'বীয়ার কিংবা বই'। গ্রন্থাগার আন্দোলন তার প্রাথমিক অবস্থা অতিক্রম করেছে, আজ আর গ্রন্থাগার মদের দোকানের বিকল্প নয়। এখন গ্রন্থাগার বয়স্ক মানুষের স্বাধীন আত্মশিক্ষা এবং সমাজ কল্যাণের কেন্দ্র স্বরূপ।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এবং বিশেষ করে বৃটেনে নিরক্ষরতা দূরীকরণে এবং বয়ঃশিক্ষার প্রসারে গ্রন্থাগার আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। যুক্তরাষ্ট্রে বোষ্টন সহরে আইন পাশ করে বছরে ৫০০০ ডলার কর আদায় করা হয়েছিল একটি গ্রন্থাগার চালানোর জন্য। বোষ্টনের পরে সমস্ত ছোট সহরগুলিকে গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য কর আদায়ের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। এমনিভাবে যুক্তরাষ্ট্রে নিঃশুল্ক প্রগতিশীল গ্রন্থাগার পরিচালনার পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে আধুনিক কালে গ্রন্থাগার আন্দোলনের দ্রুত উন্নতির কারণ ১৮৭৬ খৃঃ আমেরিকান লাইব্রেরি এসোসিয়েসনের প্রতিষ্ঠা। এসোসিয়েসন গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারিকতার তাৎপর্য্য উপলব্ধিতে সাহায্য করল এবং এর চেষ্টার ফলে গ্রন্থাগারিকতা একটি সুনিয়ন্ত্রিত বলিষ্ঠ বৃত্তিতে পরিণত হল যার ফলে আজ সারা দেশে বৃত্তিকুশলী কর্ম্মিদের দ্বারা পরিচালিত বহু গ্রন্থাগার বিছিয়ে রয়েছে। ষ্টেট ও যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য প্রাপ্ত অঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলি আমেরিকার গ্রন্থাগার সংগঠনের একটি বিশেষ অংশ। স্বল্প জনবসতির অঞ্চলগুলিতে ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারগুলি নিয়মিত কাজ করে। বয়স্ক লোকদের শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারগুলি সফলতম প্রয়াস। উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রগুলিকে পুস্তক প্রদর্শনী, মাইক্রফিল্ম "বক্যমান পুস্তক" এবং সংগ্রহশালা পাঠানুরাগ বর্ধনে সহায়তা করে। আমেরিকার গ্রন্থাগারগুলিতে পাঠকদের পরামর্শদাতা বিভাগ আছে।

আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েসনের গ্রন্থাগার ও বয়ঃশিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় যার নাম "Adult education & the library" এছাড়াও "Reading with a purpose" এই নামে ক্রমিক পুস্তিকামালা প্রকাশিত হয়। এইগুলি বয়স্ক পাঠকদের পুস্তক নির্ব্বাচন সমস্যার সমাধান করে। কর্ম্মকেন্দ্রগুলি এলাকা অনুযায়ী বন্টন করা হয়েছে।

গ্রেট বৃটেনে ১৮৫০ খৃঃ বড় এবং ছোট সহরগুলিতে আইনের সাহায্যে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়। লণ্ডনের লাইব্রেরী এসোসিয়েশন ১৮৭৭ খৃঃ সংগঠিত হয় এবং ইহা গ্রন্থাগার আন্দোলনের কেন্দ্র স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় এবং ইহারই চেষ্টায় পার্লামেন্টে ১৯১৯ খৃঃ লাইব্রেরী এ্যাক্ট পাশ হয়। এই আইনে করযোগ্যের নির্দ্দিষ্ট পরিমানের বদলে প্রত্যেক গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে অবস্থানুযায়ী কর নির্ধারণের ক্ষমতা দেওয়া হয় এর ফলে প্রত্যেক কাউন্টি সভা এই আইনকে গ্রহণ করে এবং সুদূরতম পল্লীতে গ্রন্থাগার প্রসারিত হয়। এণ্ড্রু কারনেগীর উদার দান স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে গ্রন্থাগার সম্প্রসারণে বিশেষ সাহায্য করে। গ্রন্থাগারগুলিতে বৃত্তিকুশলী কর্ম্মী নিয়োগ এবং গ্রন্থাগারিক বৃত্তির মান উন্নীত করা ছাড়াও লণ্ডন লাইব্রেরী এসোসিয়েশন পুস্তক

পুস্তিকার সাহায্যে প্রচারকার্য্য চালান। কাউন্টিতে এবং পল্লীতে গ্রন্থাগার সমূহ স্থাপিত হয়। যে চমৎকার আঞ্চলিক ব্যবস্থা এখানে প্রচলিত তার ফলে আভ্যন্তরিণ পুস্তক আদানপ্রদানের ব্যবস্থা সুন্দর সহযোগীতা-মূলক।

আঞ্চলিক ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সাহায্যে পল্লীবাসীরা সকল সময় বই পান। এছাড়া ১৮৮৯ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত "ন্যাশনাল হোম রিডিং ইউনিয়ন" বাড়ীতে এবং পাঠচক্রে পুস্তক পাঠের প্রেরণা যোগায়। ১৯০০ সালে সম্পাদিত দি ওয়ার্কার্স্ এডুকেশন এসোসিয়েশন এবং ১৯১৮ সালে সম্পাদিত "ডিলেজ ক্লাবস্ এসোসিয়েশন বয়ঃশিক্ষা প্রসারে 'লাইব্রেরী এসোসিয়েসনের' সহযোগিতা করেছে।

বৃটিশ আমলে ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার আন্দোলন কয়েকজন বিশেষ ব্যক্তির নামের সঙ্গে জড়িত। যেমন বাংলার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, বরোদার রাজা এবং মাদ্রাজের ডাঃ এস্ রঙ্গনাথন। রাষ্ট্রের সাহায্য কিছুই ছিল না। লাইব্রেরী আইনের অভাব বিশেষ করে চোখে পড়ে। বিভিন্ন গ্রন্থাগারিক সঙ্ঘ প্রাদেশিক সঙ্ঘগুলি এবং ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী এসোসিয়েশন, পত্রিকা প্রকাশ করে, প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে, গ্রন্থাগারিক বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করা ছাড়া জনগণের মধ্যে গ্রন্থাগার প্রীতি জাগিয়ে তোলে এবং বৃত্তিকুশলী কর্ম্মীদল সৃষ্টি করে। স্বাধীনতার পর আমাদের সরকার এক 'পাইলট লাইব্রেরী' স্থাপনার সংকল্প করেন। ১৯৪১ সালের ২১শে মে শিক্ষা মন্ত্রীর দপ্তর এবং ইউনেসকোর মধ্যে এক চুক্তির ফলে দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী পাইলট লাইব্রেরী হিসেবে স্থাপিত হয়। এই চুক্তির দ্বারা ২রা ডিসেম্বরের চুক্তি সংশোধিত হয়। ১৯৪১ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী শিক্ষা মন্ত্রনালয় কর্তৃক দিল্লী লাইব্রেরী বোর্ড সম্পাদিত হয়। ভারতের গ্রন্থাগার উন্নয়নে দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী 'মডেল' হিসেবে গণ্য হবে। বয়স্কদের শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক প্রয়োজন মেটাবে এবং বালক বালিকা ও কিশোর কিশোরীদের শিক্ষায় বিদ্যালয়গুলির সহায়তা করবে। এই গ্রন্থাগার পুস্তক পুস্তিকা, পত্রপত্রিকা, মানচিত্র, চলচ্চিত্র, রেকর্ড প্রভৃতি সরবরাহ করবে এবং পেশা শ্রেণী বা ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রতি মানুষকে শিক্ষার এই সকল উপকরণ ব্যবহারে সহায়তা করবে। এই গ্রন্থাগার গবেষণা, তথ্য সরবরাহ, সুকুমার শিল্প সমালোচনা, মনোরঞ্জন, বৃত্তিমূলক শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার উপকরণ যোগাবে। অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে বিনিময়মূলক ধারের ব্যাপারে সহযোগিতা করবে এবং গ্রন্থাগারিক বৃত্তির উন্নয়নে সাহায্য করবে। কালক্রমে এই গ্রন্থাগার দিল্লীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে পরিণত হবে এবং পল্লী ও সহর অঞ্চলে এই শাখাগুলি বিস্তৃত হবে। জাতীয় গ্রন্থাগার পরিচালন পদ্ধতির এটী একটি অঙ্গ।

# আমেরিকায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতির মূল কারণ কি ?

শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু

ক'মাস আমেরিকা ঘুরে আসার পর অনেকেই ঔৎসুক্য প্রকাশ ক'রছেন ওদেশে গ্রন্থাগারের অবস্থা কেমন দেখলাম জানবার জন্যে। আমেরিকা ধনীর দেশ। কাজেই ওদেশের সমস্ত কাজ কারবারই বিরাট এবং ব্যয়বহুল। জগদ্বিখ্যাত লাইব্রেরী অফ কংগ্রেসে শুধু বই আছে এক কোটির বেশী। তা'ছাড়া চোখ কান বা স্পর্শানুভূতির সাহায্যে জ্ঞান আহরণের বা মানসিক আনন্দ উপভোগের অন্যান্য আধুনিক উপকরণও আছে অসংখ্য। নিতান্ত ছোট সাধারণ গ্রন্থাগারেও বইএর সংখ্যা সাধারণতঃ বেশ কয়েক হাজারের নীচে নেই। ওদেশ যন্ত্রের দেশ। সকল কাজে, সকল ক্ষেত্রে যন্ত্রের আধিপত্য সহজেই নজরে পড়ে। গ্রন্থাগারেও এর ব্যতিক্রম নেই। বড় বড় গ্রন্থাগারে যন্ত্রীয় ব্যবস্থায় পাঠকের চাহিদার বই লাইব্রেরীর গ্রন্থগৃহ থেকে পাঠকের সামনে হুস করে এসে হাজির হচ্ছে। পাঠক সামনে না থাকলে, বই তাঁর জন্যে এনে হাজির হ'য়েছে, অথবা বই পাওয়া যায়নি, তা' জানাবার জন্যে বৈদ্যুতিক বোর্ডে বোতাম টিপে সাংকেতিক আলো জ্বালিয়ে রেখে দেওয়া হ'চ্ছে—যা' দেখে পাঠক জানতে পারেন তাঁর খোঁজ প'ড়েছে, তাঁর চাওয়া বই নেবার জন্যে অথবা সে সম্বন্ধে তাঁকে খবর দেবার জন্যে। বই এর পিছনে, যন্ত্রের সাহায্যে বইএর সাংকেতিক চিহ্ন দেওয়া হ'চ্ছে—বই এর তাকে সাজাবার অথবা তাক থেকে বই আনবার সুবিধের জন্যে। পাঠক বাড়ীতে বই নিয়ে যাবেন—তাঁর অযথা সময় নষ্ট না হয় অথচ কে বই নিলেন কোন বই নিলেন তার হিসেব পত্র নিখুঁত ভাবে থাকে যাতে, তার জন্যে ব্যবহার হ'চ্ছে আলোক চিত্র পদ্ধতি। অর্থাৎ বই নেবার সময়ে চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে পাঠকের পরিচয় এবং তাঁর নেওয়া বইএর পরিচয় স্থায়ীত্ব লাভ ক'রলো আলোক চিত্রের ফিল্মে যন্ত্রের এই রকম আরও যে কত ব্যবস্থা তার ইয়ত্তা নেই। অর্থের প্রাচুর্যের সাথে সুরুচির সমাবেশ হওয়ায় গ্রন্থাগারের সাজসজ্জাও অপূর্ব মনোরম ও চিত্তাকর্ষক। গ্রন্থাগারের বিরাটত্ব, তার চোখ ঝলসান জৌলুস অন্য দেশের লোককে সহজে হকচকিয়ে দেয়। এই চমকে যাওয়ার ভাব কাটার পরে গ্রন্থাগারের কাজকর্মের সত্যিকারের পরিচয় নেওয়ার কথা মনে আসে।

শুধু বাহ্যিক সাজসজ্জা ও আড়ম্বরই যে আমেরিকার গ্রন্থাগারের একমাত্র আকর্ষণ একথা মনে ক'রলে ওদেশের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে ভুল ধারণা ও অবিচার করা হবে। গ্রন্থাগার যে পাঠককে সাহায্য ক'রতে সদাই উন্মুখ, পাঠকের সুখ সুবিধার প্রতি তার যে সকল দৃষ্টি গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা ও কার্য পদ্ধতির ভিতর দিয়ে তা' স্বতঃই প্রকাশ পায়। অনেক সময়ে এই সব ব্যবস্থার কোন কোন অংশ আমাদের বাড়া বাড়ি মনে হ'তে পারে। যেমন ধরুণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারেও একটা সুসজ্জিত ঘরে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকে, হালকা ধরণের বই প'ড়বার এবং ধূমপান ক'রবার জন্যে—যাকে ওদেশে বলে 'ব্রাউজিং রুম' ( browsing room ) এদেশেও গ্রন্থাগারকে সুসজ্জিত করে আকর্ষণীয় ক'রে তোলার যে ব্যবস্থা, অর্থ ব্যয় ক'রলে তা' হয়তো করা সম্ভব ; আবার পাঠকের অযথা সময় নষ্ট না হয় সে দিকে দৃষ্টি রেখে সর্বতোভাবে সাহায্য করার যে ব্যবস্থা, তার আয়োজন রাখাও হয়তো সম্ভব। কিন্তু এই আয়োজনকে স্থায়ী ও সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী ক'রতে হ'লে গ্রন্থাগারের কর্মীদের যে মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন তার অভাব ঘটলে ব্যবস্থাকে স্থায়ীভাবে কার্যকরী করা কখন সম্ভব হয় না। আশ্চর্যের বিষয় ওদেশের ছোট বড় সকল গ্রন্থাগারেই এইসব আয়োজন ও ব্যবস্থা সাধারণতঃ বিশেষ সুষ্ঠু ও স্থায়ী ভাবেই কার্যকরী হয়। কারণ বিশ্লেষণ ক'রতে গেলে এমন একটা মূল বিষয়ে দৃষ্টি প'ড়বে—যা থেকে ওদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাফল্যের কারণ বুঝতে পারা যাবে।

সব দেশেই গ্রন্থাগারের পরিচালক এবং কর্মী সকলেই মানুষ। গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা ও আয়োজনের উদ্দেশ্যকে যে সব মানুষ দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে, অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে তারা যদি ঠিকমত কাজ করে যায় তা হলে ঐ ব্যবস্থা ও আয়োজন সফল না হবার কারণ থাকে না। কিন্তু দায়িত্ব নেবার পর তাকে ঠিক ভাবে পালন করা না করার প্রশ্ন নির্ভর করে মানুষের চরিত্রের উপর। কাজেই দেশের মানুষের চরিত্রই হ'ল আসল বস্তু। মানুষের চরিত্র ঠিকমত গড়ে উঠলে দেশ এবং মানুষের গড়া প্রতিষ্ঠান এগিয়ে যাবে সফলতা ও অগ্রগতির পথে। আর তা' না হ'লে অবস্থা হবে বিপরীত। আমরা আমেরিকা এবং পাশ্চাত্য দেশের অধিবাসীদের চরিত্রের অনেক সময়ে বিরূপ সমালোচনা ক'রে থাকি। তাদের চরিত্রের কোন কোন বিষয় হয়তো আমাদের চোখে দৃষ্টিকটু ঠেকতে পারে ; কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো আমাদের মানদণ্ডে তাদের কার্যকলাপ দোষণীয় মনে হ'তে পারে। কিন্তু আমেরিকার অধিবাসীদের চরিত্রে এমন কয়েকটা গুণ দেখা যায় যা তা'দের জীবনযাত্রার বিভিন্নক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনে সহায়তা করে এবং এই সফলতার

জন্তে জাতি হিসেবে বিদেশীর কাছে তাদের এবং তাদের গড়া প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

আমেরিকার অধিবাসীদের চরিত্রে যে সকল গুণ দেখা যায় তার মধ্যে দায়িত্ববোধ, পরিশ্রমপরায়ণতা, কাজে শৈথিল্যের অভাব, সুরুচির জ্ঞান, এবং প্রফুল্লচিত্তে অপরকে সাহায্য করার ঔৎসুক্য গ্রন্থাগার আন্দোলনকে পরিপুষ্ট ও সফল ক'রতে বিশেষ সাহায্য ক'রেছে। ওদেশে গ্রন্থাগারের অধিকাংশ কর্মী এক গ্রন্থাগারে বেশীদিন কাজ করে না, একথা ব'ললে সম্ভবতঃ কিছু ভুল বলা হবে না। অথচ নিয়ত কর্মী বদলের ফলে গ্রন্থাগারের কাজ বা ব্যবস্থার অবনতি তো ঘটেই না বরং অগ্রগতি সাধারণতঃ অব্যাহত থাকে। এর কারণ হচ্ছে যে সব মানুষ এই সব কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁদের অধিকাংশের চরিত্রে উপরে উল্লেখিত গুণগুলা যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। কোন রকমে দিনগত পাপক্ষয় করাটাই তাঁদের কাজ, একথা তাঁরা একবারও মনে করেন না। আমাদের দেশের যাঁরা বিদেশ ঘুরে এসেছেন তাঁদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা বিদেশ বা বিদেশীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ এবং এদেশের যা কিছু সব তাঁদের কাছে অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের বস্তু। বিদেশ বা বিদেশীর যা ভাল তা' আমাদের দেশে উল্লেখ করা এবং প্রচার করা ভাল। তাদের যা মন্দ তা' উল্লেখ না করার যৌক্তিকতাও বুঝি। কিন্তু কোন বিষয়ে অতিশয়োক্তিও ভাল না। আমি ঐ দৌর্বল্যের বিষয়ে সচেতন থেকেই আমেরিকার অধিবাসীদের উপরে বর্ণিত গুণগুলার উল্লেখ ক'রেছি। অর্থাৎ ঐ গুণগুলা ওদেশের অধিবাসীদের মধ্যে সত্যই ব্যাপকভাবে আছে ব'লেই দেখেছি—এর মধ্যে অতিশয়োক্তি নেই। জাতীয় চরিত্রের এই গুণসমূহ ওদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সাফল্যের অন্যতম মূল কারণ ব'লেই আমি মনে করি।

কোন ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীন সাফল্য শুধু কর্মীদের প্রচেষ্টা বা কর্মকুশলতার উপর নির্ভর করে না। ব্যবস্থার ফলে সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের সহযোগিতাও এর জন্য অবশ্যই প্রয়োজন। এই হিসেবে গ্রন্থাগারের সাফল্যের অনেকখানি নির্ভর করে, পাঠকের সহযোগিতার উপর। পাঠকের ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব, একথা সত্য। পাঠকের সুবিধার জন্য সম্ভবমত সকল রকম আয়োজন রাখা গ্রন্থাগারের পক্ষে সঙ্গত কাজ, ইহাও সত্য। আমেরিকার গ্রন্থাগার সমূহ এবিষয়ে বিশেষ সচেতন সন্দেহ নেই। গ্রন্থাগারের অবাধ ব্যবহার ওদেশের পাঠকের স্বাভাবিক ও সঙ্গত অধিকার ব'লেই বিবেচিত হয়। কিন্তু যাঁরা তাঁদের যে অধিকারের দাবীতে সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন, স্বভাবতঃই তাঁদের ঐ অধিকার সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করাও প্রয়োজন।

কারণ অধিকারের সাথে দায়িত্বের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। দায়িত্বের কথা ভুলে শুধু অধিকারের কথা বিবেচনা ক'রলে এবং অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বাংশ ঠিকভাবে পালিত না হ'লে কোন আয়োজন বা ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালন সম্ভব নয়। এদিক দিয়ে আমেরিকার পাঠকদের দায়িত্ববোধের মান সাধারণতঃ বেশ উঁচু। পাঠকদের উপর আস্থা স্থাপন ক'রে সেখানে তাঁদের যথেষ্ট বাধাহীন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় গ্রন্থাগারে। সাধারণ ভাবে বলা যেতে পারে যে পাঠকরা সে আস্থার অপব্যবহার করেননা। ওদেশে গ্রন্থাগার কর্মীর কাজ সুসম্পন্ন করার চরিত্রগত প্রস্তুতি এবং পাঠকের দায়িত্ব বোধের মান বেশ উন্নত এবং দুই এর সুন্দর ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সংযোগ হওয়ার ফলে গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা এতটা সফলতার দিকে এগিয়েছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ইতিপূর্বে যা বলা হয়েছে—তাতে একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে, আমেরিকার গ্রন্থাগার জগৎ একেবারে স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে এবং সেখানে কোন অব্যবস্থা বা অত্যাচারের অস্তিত্ব একেবারেই নেই। গ্রন্থাগার মানুষের গড়া প্রতিষ্ঠান। মানুষকে নিয়েই তার যা কিছু কাজ কারবার। মানুষের ভিতর কিছুটা ভালমন্দ সব সময়েই থাকে। কাজেই গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে কর্মে শিথিলতা এবং পাঠকের মধ্যে দায়িত্ববোধের অভাব ওদেশে কখন কখন যে পরিলক্ষিত হয় না একথা মনে করা ভুল। যেখানে প্রায় ৭৫০০ সর্বজনীন গ্রন্থাগার ( Public library systems ) চৌদ্দকোটি গ্রন্থের সমাবেশ এবং ১৯০০ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে দশ কোটি গ্রন্থের সংগ্রহ এবং, যেখানে গৃহে পাঠের জন্যে শুধু সর্বজনীন গ্রন্থাগার থেকে বছরে গড়ে ৩৫ কোটি গ্রন্থের লেনদেন হয়, সেখানে কাজ যদি সাধারণতঃ সুশৃঙ্খলতার সাথে সন্তোষজনকভাবে চ'লে এবং অনিয়মিতভাবে এখানে সেখানে কখন কিছু অব্যবস্থা, শৈথিল্য অথবা দায়িত্বহীনতার প্রকাশ পায়, তা'হলে সে ত্রুটিটুকু অবশ্যই উপেক্ষণীয়। আমার বক্তব্য এই যে, এরকম অব্যবস্থা বা দায়িত্ববোধের অভাবের পরিচয় কখন কখন দেখা গেলেও তা' ওদেশে সাধারণ নিয়ম নয়, ব্যতিক্রম মাত্র। আমেরিকার মত অর্থবল আমাদের নেই, কিন্তু গ্রন্থাগার কর্মী ও পাঠকের চরিত্রের এই উন্নতমান সম্বন্ধে আমরা যদি অধিকতর সচেতন হ'য়ে কাজ করতে পারি তা'হলে আমাদের দেশের অপেক্ষাকৃত বড় বড় গ্রন্থাগারের কাজ অধিকতর শৃঙ্খলা ও সাফল্যের সাথে পরিচালিত হ'তে পারে। আমেরিকার গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভাল কিছু গ্রহণ ক'রতে হ'লে এই মূল বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

# মেদিনীপুরে গ্রন্থাগার শিক্ষণ শিবির

সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাম্প্রতিক শিবির-শিক্ষণ পরিকল্পনার আদর্শ ও শিক্ষণ প্রণালী গত বছরে 'গ্রন্থাগারের' চৈত্র সংখ্যায় সর্বশ্রী ফণিভূষণ রায় ও শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগ্ম প্রবন্ধে বিশদভাবে আলোচিত হয়।

গত বছরে মালদায় পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার শিক্ষণ শিবিরের সাফল্য ও শিক্ষণ প্রণালীর অভিনবত্ব গ্রন্থাগার আন্দোলনের বহু কর্মীর মনে পরিকল্পনাটির প্রতি যথেষ্ট উৎসাহ ও আগ্রহের সৃষ্টি করে। পরিষদের কাছে নানাস্থান থেকে এ সম্পর্কে চিঠিপত্র ও শিবির সংগঠনের আমন্ত্রণ আসে। মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের আমন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনায় পরিষদ গত জুন মাসে মেদিনীপুর সহরে এক পাক্ষিক শিক্ষণ শিবির পরিচালনা করেন।

মেদিনীপুর শিবিরের বিবরণী দেবার আগে শিবির শিক্ষণ পরিকল্পনা সম্পর্কে অনেকের মনে কিছু প্রশ্ন জেগেছে তার উত্তর পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে থাকলেও সে সম্বন্ধে অল্প কয়েকটি কথা বলতে চাই। পক্ষকালীন সময়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা কতদূর ফলপ্রদ ও আদৌ সম্ভব কিনা এবিষয়ে কোন কোন প্রশ্নকারী সংশয় প্রকাশ করেছেন। বর্তমানে জীবিকার সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের অনুপাতে বৃত্তি কুশলী প্রার্থীর ভিড় বাড়ানোর অভিযোগও করেছেন অনেকে। আবার এমন কথাও বলেছেন কেউ কেউ '...এসব গ্রামাঞ্চলে চলবে না, পাড়াগাঁয়ে এ সবের কোন দরকার নেই।'

শিবির-শিক্ষণ পরিকল্পনার মূলগত উদ্দেশ্যই হোল সারা দেশময় যে সব গ্রন্থাগারগুলি ছড়িয়ে রয়েছে, সেগুলির স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে গ্রন্থাগার সংগঠন ও পরিচালন প্রণালীর সাথে মোটামুটি পরিচয় করিয়ে দেওয়া—যাতে তাঁরা নিজেদের গ্রন্থাগারগুলির ব্যবস্থা ও সংগঠন উন্নত ও জনপ্রিয় করে তুলতে পারেন। সরল বর্গীকরণ ও তালিকা প্রণয়ন-শিক্ষা পক্ষকালে যে সম্ভব ও সহজ তা আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি। কারণ শিবির শিক্ষণের মাধ্যম বারো আনাই হাতে কলমে। কোন একটি গ্রন্থাগারকে সংগঠিত করার মাধ্যমে শিক্ষণ প্রণালী এ পরিকল্পনার সবচেয়ে বড় অভিনবত্ব। শিক্ষণে বক্তৃতার অংশ অনুপাতে খুবই কম। এদেশের গ্রন্থাগারের সমস্যা ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতেই এ শিক্ষণ পরিকল্পনা রচিত।

উৎসাহী সমাজসেবীদের প্রচেষ্টায় এদেশের গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। চাঁদা চেয়ে গ্রামেভাটি করে কয়েকশ' বই যাওবা জোটে স্থান সঙ্কুলান করা খুবই দুষ্কর। গ্রন্থাগারের আসবাবপত্র বলতে একটা আলমারি কিংবা র‍্যাক, খানকতক বেঞ্চি ও চেয়ার নয়ত মাদুর কিংবা সতরঞ্চি, আমাদের দেশের অধিকাংশ গ্রন্থাগারেরই এই ছবিটি চোখের সামনে রেখে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অংশ বিশেষ কর্মীদের সামনে তুলে ধরা হয়—যা দিয়ে তাঁরা তাঁদের নিত্যকার সমস্যা দূর করতে পারেন—পাঠকদের পঠনপাঠনের ব্যবস্থা আরও সুবিধাজনক ও আরও উন্নত করে তুলতে পারেন। ভাইটামিন বড়ির মত পনের দিনে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে শিক্ষার্থীদের গিলিয়ে দেবার কোনও দুষ্প্রবৃত্তি নেই। সারা দেশের ছোটবড় নানান গ্রন্থাগারের সেবানিরত কর্মীদের কর্মপ্রচেষ্টা বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক পদ্ধতির সাহায্যে শক্তিশালী ও সর্বাত্মক করে তোলাই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। কাজেই জীবিকা সম্পর্কীয় পূর্বোক্ত প্রশ্নের কোন অবকাশ নেই একথা বলাই বাহুল্য।

শিবির-শিক্ষণ পরিকল্পনার প্রয়োজন ও কার্যকারীতা ক্ষেত্রবিশেষেই সীমাবদ্ধ নয়। এর সুফল সুদূরপ্রসারী। অধুনা সরকারী পরিকল্পিত রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার রূপায়ন ও সাফল্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করছে শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের ওপর। তাদের ওপরই নির্ভর করছে Union catlague প্রস্তুতির দায়িত্ব যার প্রয়োজন আঞ্চলিক যোগাযোগের তাগিদেই সীমিত নয়—ভারতের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী প্রনয়ণেও তার প্রয়োজন অপরিহার্য।

গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ সম্ভব নয় কিংবা বৃত্তিকুশলীদের প্রয়োজন নেই মনে করা ভুল। দেশের ভগ্নপ্রায় গ্রাম্যজীবনকে বলিষ্ঠ ও বৈচিত্রময় করে তোলার কাজে গ্রন্থাগারই শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে গ্রামের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ও বিস্তার বহুলাংশে সহজতর। তার জন্যে দরকার বৃত্তিকুশলী কর্মীদলের, যাঁদের চিন্তাধারা হবে স্বাধীন ও দৃষ্টিভঙ্গী হবে সম্পূর্ণ নোতুন। দেশের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঠিক পথ নির্ণয় করে সর্বাত্মক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তনে তাঁরাই হবেন অগ্রণী। দেশ আজ নিরক্ষর প্রধান। সৌভাগ্যবান শিক্ষাপ্রাপ্ত মুষ্টিমেয় মানুষের পঠনপাঠনের সেবায় কেবলমাত্র গ্রন্থাগারকে গণ্ডিবদ্ধ করে রাখলে চলবে না। গ্রন্থকেন্দ্রীক কার্য-পরিধির বহির্ভূত সমাজ শিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বদেশে স্বীকৃত। শ্রবণাত্মক ও দর্শণাত্মক প্রণালীর মাধ্যমে গ্রন্থাগার সাক্ষর নিরক্ষর নির্বিশেষে সর্বসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় বহু জ্ঞাতব্য তথ্য ও তত্ত্ব সরবরাহ করতে সমর্থ এবং মানুষকে পূর্ণ নাগরিক

সত্ত্বা অর্জনে সহায়ক। দেশবাসীর রাজনৈতিক চেতনা, অর্থনৈতিক সমতাবোধ ও সামাজিক সংস্কার সমাজ শিক্ষা ব্যতিরেকে অসম্ভব। এক সমাজ শিক্ষায় উন্নত দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন বৃত্তিকুশলীদের নেতৃত্ব গ্রহণ একান্ত আবশ্যক।

শিবির-শিক্ষণের বহুমুখী পরিকল্পনা আজ দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে যে খুবই জোরদার করতে সমর্থ হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাবার পক্ষে এর চেয়ে সহজতর পথও বোধ করি আর কিছু নেই।

মেদিনীপুর শিবিরের কথা এবার বলি। কোন একটি গ্রন্থাগারকে সংগঠনের মাধ্যমে শিক্ষণ নীতি অনুযায়ী মেদিনীপুর সহরের রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগারকে শিবির কেন্দ্র হিসাবে নির্বাচিত করা হয়। ইহা একটি শতাধিক বছরের প্রাচীন গ্রন্থাগার। জেলার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাগমে আনুষ্ঠানিক ভাবে শিবির উদ্বোধন করা হয়।

শিক্ষণ গ্রহণে যোগদান করেন সবশুদ্ধ সতেরজন শিক্ষার্থী—বেশীর ভাগই তাঁরা আসেন মফঃসল এলাকা থেকে—সকলেই তাঁরা প্রায় কোন না কোন গ্রন্থাগারের কর্মী। পেশাগত দিক থেকে তাঁদের ভেতর শিক্ষক ও ছাত্র থেকে সুরু করে কৃষিজীবি পর্যন্ত ছিলেন।

ক্লাস বসত সকাল সাতটায়। চলত এগারটা অবধি। ঘণ্টা কয়েকের বিরতির পর আবার চলত তিনটে থেকে সাতটা অবধি। মাঝখানে থাকত আধঘণ্টা বিশ্রাম। আগেই বলেছি শিক্ষণ প্রণালীর বারো আনাই হাতে কলমে। সেহিসেবে একটা বই গ্রন্থাগারে আসার পর যে যে প্রণালী অতিক্রম করে সেটা তাকে চলে যায় তা ছ'টি বিভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়। সাতটি গ্রুপে বিভক্ত শিক্ষার্থীরা চক্রাকারে ঘুরে এক একদিনে বিভাগগুলিতে কাজ করতেন। বর্গীকরণ তালিকা প্রনয়ণ থেকে সুরু করে লেবেল লাগিয়ে ষ্ট্যাকে সাজানর যাবতীয় পদ্ধতি পূর্বোক্ত ছ'টি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গ্রন্থাগার পরিচালনে উদ্ভূত নানাধরণের প্রশ্ন ও সমস্যার সরাসরি উত্তর ও সমাধান লাভ করতেন শিক্ষার্থী কর্মীরা। কোন কিছু বুঝাবার প্রয়োজন হলে মুখে বলে ও ব্ল্যাকবোর্ডে করে দেখিয়ে দেওয়া হত। বিকেলের দিকে প্র্যাকটিক্যাল কাজ বন্ধ রেখে শুধুমাত্র থিয়োরেটিক্যাল ক্লাস বসত। কাজের মাধ্যমে শিক্ষণের ফলে একদিকে শিক্ষার্থীদের শেখাটা মনের মধ্যে গেঁথে যায়, সঙ্গে সঙ্গে অপরদিকে কোন একটি গ্রন্থাগারের সংগঠন কাজও হয়ে যায়। রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগারের প্রায় এগারশ বই ঐ কদিনে সম্পূর্ণ নোতুন প্রণালীতে সমান্তরাল আর একটি ক্ষুদে গ্রন্থাগারের আকার ধারণ করে। পরে বাকি বইগুলোও ধীরে ধীরে

সেগুলির সাথে একত্রিত হয়ে গেলে সমগ্র গ্রন্থাগারের গ্রন্থ সংগঠনের কাজ সম্পূর্ণ হবে।

মেদিনীপুর শিবিরের যে দিকটি আমার মনে সবচেয়ে বেশী স্পর্শ করে সেটি হোল সমাগত শিক্ষার্থীদের শিক্ষণগ্রহণে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা। অসীম উৎসাহ ও আগ্রহ নিয়ে তাঁরা দূর দূরান্তর থেকে শিবিরে যোগদান করেন—উপেক্ষা করেন সকল বাধা ও অসুবিধা। সত্তর বছরের শিক্ষার্থী চারুবাবুর শিক্ষণে একনিষ্ঠ আগ্রহ ও যুবজনোচিত উদ্দীপনা আমায় অত্যন্ত প্রেরণা দেয়, মনে আশা ও আনন্দের সৃষ্টি করে কাঁথি ও উড়িষ্যা সীমান্ত হতে আগত শিক্ষার্থীদের অক্লান্ত উদ্যম। হাত ভেঙ্গে যাওয়ায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় নিয়মিত ক্লাসে যোগদান করেন ঝাড়গ্রাম মহাকুমার যে শিক্ষার্থীটি, তাঁর সহনশীলতা, মনোবল ও প্রচেষ্টা প্রশংসার অতীত। শিক্ষার্থীদের অধিকাংশেই নিজ নিজ গ্রন্থাগারের সমস্যা ও প্রয়োজনের তাগিদে নিঃস্বার্থ সেবামূলক উদ্দেশ্যেই শিক্ষণগ্রহণে উদ্যোগী হয়েছিলেন একথা আমার বলার অপেক্ষা রাখে না। অন্ততঃ অর্থকরী উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তাঁরা যে আসেননি একথা মনে করার একমাত্র যুক্তি এই যে তাঁরা জানতেন শিক্ষণ গ্রহণের পর সাধারণ রীতি অনুযায়ী কোন পরীক্ষাগ্রহণ ও সার্টিফিকেট বিতরণ শিবির শিক্ষণ পরিকল্পনার বহির্ভূত। এঁরাই গ্রামাঞ্চলের গ্রন্থাগার আন্দোলনের মেরুদণ্ড। সব বাধা ও বিপত্তি উপেক্ষা করে এই সব কর্মীরাই জনশিক্ষার রথকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কৃতসঙ্কল্প।

মেদিনীপুর শিবিরের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের স্থানীয় কলেজ হোষ্টেলে থাকার বন্দোবস্ত করা হয়। একত্রে থাকার ফলে সকলের সঙ্গে পারস্পরিক পরিচয়, চিন্তা ও ভাবের আদান প্রদান শিবিরটিকে সর্বাঙ্গীন সাফল্যমণ্ডিত করতে সহায়তা করে। শিক্ষণ সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা ছাড়াও জেলা গ্রন্থাগার সংস্থার সংগঠন ও যোগা-যোগের অনুকূলে নানা স্থানের কর্মীদের মধ্যে এধরণের সম্পর্ক স্থাপন ও মেলামেশা খুবই ফলপ্রদ।

শিবির পরিচালনে কলকাতা থেকে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রী প্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণীভূষণ রায়, বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় ও শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়কে শিবিরকার্য চালু হবার পরই ফিরে আসতে হয়, পরিষদেরই গ্রীষ্ম-কালীন শিক্ষণ ও অন্যান্য নানাবিধ কাজের চাপ থাকার দরুন। আমি ও সংস্কৃত কলেজের সহগ্রন্থাগারিক শ্রীঅমিয়ভূষণ রায় শেষ অবধি শিবিরে অবস্থান করি।

শিবির ব্যবস্থাপনায় মেদিনীপুর জেলা পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক শ্রীবীরেন বসুর

উদ্যম ও অক্লান্ত পরিশ্রম সমাজসেবীদের কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ, মেদিনীপুর জেলা সমাজ শিক্ষা পরিদর্শক শ্রীঅতুলচন্দ্র মীরবহরও ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করেন।

আনুষ্ঠানিকভাবে এক জনসভার শেষে শিবিরের সমাপ্তি হয়। উক্ত সভা উদ্বোধন করেন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীঅশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিষদের তরফ থেকে শ্রীরাধাপদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিশ্বাস শিবির-শিক্ষণ পরিকল্পনার আদর্শ ও প্রণালী সম্পর্কে এক ভাষণ দেন। সর্বশেষে শিক্ষার্থীদের শিবিরে যোগদান করার জন্যে testimonial বিতরণ করেন সভাপতির আসন থেকে শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিবির পরিচালনে নানাবিধ অসুবিধার মধ্যে বাংলায় গ্রন্থাগার বিষয়ক বইয়ের অভাব অত্যন্ত অনুভব করি। গ্রন্থাগার পত্রিকার লেখকগোষ্ঠি ও বিশেষজ্ঞদের শিবির-শিক্ষণের উপযোগী পুস্তক প্রনয়ণ করে পরিকল্পনাটির এ অসুবিধা দূর করতে অনুরোধ জানাই। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের দশমিক বর্গীকরণের Schedule বই ও শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসুর গ্রন্থকার নামার প্রকাশন না হলে শিবির পরিচালনার কাজ যথেষ্ট ব্যাহত হবে।

শিবির-শিক্ষণের সাথে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্যব্যাপী,গ্রন্থাগার পরিকল্পনার প্রয়োজন-প্রসূত স্বার্থ-বিজড়িত সম্পর্ক অনস্বীকার্য। সরকার পরিষদের একার্থে বন্ধুবান ও সহায়ক হলে পরোক্ষে যে যথেষ্ট উপকৃত হবেন সেকথা না বললেও চলে।

সমাজ জীবনের অঙ্গ হিসেবে গ্রন্থাগার সর্বসাধারণের, সাক্ষর নিরক্ষর নির্বিশেষে সকলেই তার অধিকারী। গ্রন্থাগার আন্দোলনের এই মূলমন্ত্রটি রূপায়ণের জন্যে চাই পর্যাপ্ত সংখ্যক বৃত্তি কুশলী কর্মীর। তাঁরাই হবেন দেশের শক্তিশালী গ্রন্থাগার আন্দোলনের ধারক ও বাহক। শিবির-শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রসারে এ চাহিদা বহুলাংশে মিটবে এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

---

"Library Catalogue বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গোছান নেহাৎ সহজ কাজ নয়.....২।১টি ভাল ও বড় Libraryর Catalogue দেখিলেই বুঝা যাইবে কি প্রণালীতে পুস্তক সাজাইতে হয় এবং পুস্তকের নাম বা তালিকা Catalogue এর মধ্যে কি প্রণালীতে তুলিতে হয়। আমাদের যিনি Librarian তাঁহার অন্যতম কর্ত্তব্য, পুস্তক সাজাইবার বৈজ্ঞানিক প্রণালী ভাল করিয়া শিক্ষা করা।"

—সুভাষচন্দ্র

# গ্রন্থাগার দিবস সংবাদ
## ১৯৫৫

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবৎসরও যথাযথ আড়ম্বরের সহিত ১৯শে আগষ্ট পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসটিকে গ্রন্থাগার দিবস হিসাবে প্রতিপালন করিবার জন্য কার্যকরী সমিতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশে পরিষদ সম্পাদক সমস্ত প্রতিষ্ঠান সদস্যের উদ্দেশে এক নির্দ্দেশপত্র প্রেরণ করেন এবং সংবাদপত্র মারফৎ এক বিবৃতি প্রচার করেন। গত খিদিরপুর সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যকরী সমিতি নিম্নলিখিত খসড়া প্রস্তাব গ্রন্থাগার দিবসের বিভিন্ন সভায় আলোচনা ও গ্রহণের জন্য প্রচার করেন :

**খসড়া প্রস্তাব :**—"রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা স্থাপন এবং সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করায় এই সভা পশ্চিম বঙ্গ সরকারকে অভিনন্দিত করিতেছে।

এই সভা মনে করে—সরকারের এই সর্ব্বাত্মক গ্রন্থাগার পরিকল্পনার সাফল্য বিচক্ষণ গ্রন্থাগারিকগণের পরামর্শে, বিভিন্ন বেসরকারী গ্রন্থাগার সংস্থার সক্রিয় সহযোগিতায় ও কুশলী গ্রন্থাগার কর্ম্মীদল গঠন ও তাহাদের যথাযথ নিয়োগের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এই সভা মনে করে যে জনস্বার্থের খাতিরে রাজ্যের বিচক্ষণ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গ গ্রন্থাগারিক ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহের সরকারের এই প্রচেষ্টার সহিত সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করা একান্ত প্রয়োজন। এই সভা সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে—তাঁহারা রাজ্যের সমগ্র শক্তিকে তাঁহাদের পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণে নিয়োজিত করুন।"

নির্দ্দেশপত্র ও খসড়া প্রস্তাব ছাড়াও পরিষদ এই উপলক্ষে এবারের গ্রন্থাগার দিবসের বিভিন্ন উদ্দেশ্য সম্বলিত এক সুন্দর প্রাচীরপত্র বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সদস্যের নিকট প্রেরণ করেন।

ঐ দিবসটিকে সাধারণের নিকট ব্যাপক প্রচারের জন্য পরিষদ সংবাদপত্র সমূহকে আহ্বান জানান। পরিষদের আহ্বানে হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড পত্রিকা এক মনোজ্ঞ ক্রোড় পত্র প্রকাশ করেন। ফ্রিপ্রেস পত্রিকা সময়োপযোগী সম্পাদকীয় প্রকাশ করেন। পরিষদ উপরোক্ত পত্রিকাদ্বয়কে বিশেষভাবে ও পশ্চিম বঙ্গের সমস্ত সংবাদপত্রকে গ্রন্থাগার দিবসের প্রচার কার্যে সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

**কেন্দ্রীয় জনসভা :—**

পরিষদ ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৪ তারিখটিকে কেন্দ্রীয়ভাবে পালনের নিমিত্ত ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট লাইব্রেরী হলে এক সভার আয়োজন করেন। সভায় পৌরোহিত্য করেন 'যুগান্তর' সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজ ( বয়স্ক ) শিক্ষা অধিকারের প্রধান পরিদর্শক শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়। নিম্নে উক্ত সভায় বিভিন্ন বক্তার ভাষণের সংক্ষিপ্তসার লিপিবদ্ধ হইল।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় :—উপস্থিত গ্রন্থাগার কর্ম্মীদের লক্ষ্য করিয়া তিনি বলেন যে দৈনিক কার্য ছাড়াও তাঁহারা যদি কিছু গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় বুনিয়াদী কার্য করেন তাহা হইলে দেশের প্রভূত উপকার হয়। আমেরিকার উইলসন কোম্পানীর ন্যায় এই কার্য তাঁহাদেরই করিতে হইবে। তিনি বিভিন্ন ফিরিস্তি তৈয়ারী করিতে বলেন যাহার দ্বারা বাংলা ভাষার সমস্ত পুস্তকের সংবাদ এক জায়গায় পাওয়া যাইতে পারে।

শ্রীবি, এস, কেশবন :—আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নাই। কিন্তু তবুও পশ্চিম বাংলার গ্রন্থাগারগুলি এত নির্জ্জীব ও ধূলিমলিন কেন? এগুলি প্রকৃত জনসাধারণের গ্রন্থাগার যে নয় তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। আজও কলিকাতায় কোন পৌর গ্রন্থাগার নাই। কলিকাতায় দিল্লীর মত সাধারণ গ্রন্থাগার আজও স্থাপিত হয় নাই। কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার কখনও এ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতে পারে না। জাতীয় গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য ভিন্ন

শ্রীতিনকড়ি দত্ত :—গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ ৺মনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়কে স্মরণ করেন এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বিভিন্ন দানের কথা উল্লেখ করেন।

শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু :—গ্রন্থাগার দিবসের মূল প্রস্তাব উত্থাপন করিতে উঠিয়া শ্রীবসু পরিষদের অতীত ইতিহাস আলোচনা করেন। ১৩৩৫ খৃঃ ১৯শে আগষ্ট আনুষ্ঠানিক ভাবে পরিষদের সৃষ্টি হইলেও পরিষদ প্রকৃতপক্ষে ১৯২৫ খৃঃ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে গঠিত হয়। বিভিন্ন উত্থান পতনের মধ্য দিয়া পরিষদ আজ বর্ত্তমান অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। কিছু সরকারী সাহায্য লাভ করিলেও পরিষদ প্রধানতঃ সদস্যদের চাঁদা ইত্যাদির সাহায্যে বাঁচিয়া আছে। পরিষদের 'বুলেটিন', পুস্তক, পুস্তিকা, এবং একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা, গ্রন্থাগারগুলিকে বৈজ্ঞানিক সাহায্য,

বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষা, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক বিজ্ঞানে শিক্ষাদান বাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। বক্তা প্রস্তাবে উল্লেখ করিয়া দেখান যে প্রস্তাবে আগাগোড়া সরকারের সহিত সহযোগিতার মনোভাবই লক্ষ্য করা যায়। পরিষদ নীরবেই কাজ করিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং সরকারও স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির বিভিন্ন সমস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু সাধারণভাবে স্বীকার করিলেও সরকার প্রভৃতি কেহই পরিষদকে কার্যকরী স্বীকৃতি দেন নাই।

আমেরিকার বিত্ত সত্ত্বেও সহযোগিতাকে যথেষ্ট প্রাধান্য দেওয়া হয়। Farmington plan ইত্যাদিই সহযোগিতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় সরকারী প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ খুবই আনন্দের, কিন্তু এ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতা ও পরামর্শ গ্রহণ না করা বড়ই পরিতাপের বিষয়, তাহা সত্ত্বেও উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সহযোগিতার মনোভাব লইয়া এই প্রস্তাব রচনা করা সার্থকই হইয়াছে।

পরিষদ সম্পাদক শ্রীপ্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব সমর্থন করেন।

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় :—দেশের অজ্ঞ জনসাধারণই গ্রন্থাগারের প্রয়োজনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার আবির্ভাবের মধ্যেই তার অগ্রগতির বীজ নিহিত ছিল। আজ আমরা গ্রামের মধ্য হইতেই সুরু করিয়া এই অনক্ষরতাকে দূরীভূত করিবার চেষ্টা করিতেছি। এই শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র গ্রন্থাগার। ইহার প্রয়োজন সমষ্টি ও ব্যষ্টি উভয়ের জীবনেই প্রয়োজন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধির পথে—স্কুল কলেজেও তাহাই। কিন্তু এই জাগ্রত বুভুক্ষার ভোজ্য পদার্থ গ্রন্থাগারেই থাকে। সেইজন্য গ্রামাঞ্চলে ছোট লাইব্রেরীর সৃষ্টি করা হয়ে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের ২০০০ ইউনিয়নে একটি করিয়া গ্রন্থাগার সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য। ইহার উপর প্রতি জেলায় জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও সর্বোপরি রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপনই শেষ উদ্দেশ্য।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় :—সভাপতির অভিভাষণ প্রদান করিতে উঠিয়া বলেন গ্রন্থাগার দিবস জাতীয় জীবনের পবিত্র দিনগুলির অন্যতম। অন্নদানের ন্যায় জ্ঞানদানের সীমা নাই। জাতি তার শিক্ষা ও গ্রন্থের মধ্য দিয়াই আত্মপ্রকাশ করে—গণতন্ত্র ও সুস্থ জীবনকে গড়িয়া তুলিতে গ্রন্থের প্রয়োজন অনস্বীকার্য—দারিদ্র নিবারণ

করিতে না পারিলে বা শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকিলে লেখাপড়ার মনোভাব গড়িয়া তোলা সম্ভব নয়—দেশের দুর্ভাগ্যের জন্য শিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই দেশে ছিল না। বর্তমানের পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে তাহার দিকে সকলের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। একটি জাতিকে গড়িতে তাহার শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসারণ দরকার, সুতরাং চাঁদার মধ্য দিয়া গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় কিছুমাত্র বাধা থাকা বাঞ্ছনীয় নয়

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্তর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর সভার কার্য শেষ হয়।

## বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 'গ্রন্থাগার দিবস' পালন

যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগার দিবস পালনের সংবাদ পরিষদ কার্যালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহাদের বিবরণ যতগুলি সম্ভব নিম্নে সংক্ষিপ্ত আকারে গ্রথিত হইল। স্থানাভাবে যে সমস্ত বিবরণ দেওয়া সম্ভব হইল না তাহার জন্য পরিষদ দুঃখিত।

**কলিকাতা :—**

১। কালিঘাট তরুণ সঙ্ঘ, রসা রোড, কলিকাতা—২১। উক্ত সঙ্ঘের কার্যকরী সমিতির এক সভায় 'গ্রন্থাগার দিবস' পালন সম্পর্কীয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২। তপেন্দ্র স্মৃতি আসর, কলিকাতা—৯। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদকের সভাপতিত্বে এক সভার অনুষ্ঠান হয় ২১শে আগষ্ট ১৯৫৫ প্রতিষ্ঠান কার্যালয়ে। গ্রন্থাগার দিবসের প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীনৃপেন সেনগুপ্ত, শ্রীউৎপল হোমরায় প্রভৃতি। আসরের তরফ থেকে বলেন শ্রীসোমেন পাল।

৩। শান্তি ইনষ্টিটিউট, কলিকাতা—১২। শ্রীবিদ্যুৎরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে ইনষ্টিটিউট ভবনে ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ 'গ্রন্থাগার দিবস' উপলক্ষে এক সভার আয়োজন হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করেন শ্রীবিপ্রদাস দত্ত এবং সমর্থন করেন শ্রীকে, সি, বিশ্বাস এবং প্রস্তাবটি সর্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হয়।

৪। যুব সমিতি, কলিকাতা—৯। এই প্রতিষ্ঠান তাঁহাদের সভ্য, ছাত্র প্রভৃতিদের গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে সহরের বিখ্যাত গ্রন্থাগারগুলির পরিষদ কার্যালয় পরিদর্শন করান।

৫। বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী। গত কয়েক বছরের ন্যায় এবারও বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর উদ্যোগে ২১শে আগষ্ট এক জনসভা ও এক মনোজ্ঞ প্রাচীরপত্র প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। উক্ত গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত কিছু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থেরও এক প্রদর্শনী হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীবি, এস, কেশবন। পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রীফণিভূষণ রায়, বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ও উপস্থিত ব্যক্তিদের তরফ থেকে শ্রীঅমিয়কুমার গুহ প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। পরিষদ প্রেরিত প্রস্তাবগুলি সভায় গৃহীত হয়।

**কোচবিহার :—**

১। ব্রিন্স ভিক্টর নৃত্যোন্দ্র নারায়ণ ক্লাব, পোঃ হলদিবাড়ী, কোচবিহার। গত ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে পুস্তক প্রদর্শনী ও সভার আয়োজন হয়। সভায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ডাঃ অমলেন্দু বাগচী, স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক এই উপলক্ষে দুইশতাধিক পুস্তক গ্রন্থাগারে দান হিসাবে প্রেরিত হয়।

**২৪ পরগণা :—**

১। বড়তলা মোমেন্স লাইব্রেরী, গার্ডেন রীচ, ২৪ পরগণা। ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ তারিখে গ্রন্থাগার দিবস পালন উপলক্ষে গ্রন্থাগার ভবনে গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতির সভাপতির সভাপতিত্বে এক সভা আহূত হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়।

২। বরাহনগর পিপলস্ লাইব্রেরী, বরাহনগর, কলিকাতা—৩১। গ্রন্থাগারের সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ এক সভার আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন গ্রন্থাগার সম্পাদক শ্রীঅজিতকুমার সেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়।

৩। মহেশতলা ক্লাব ও লাইব্রেরী, পোঃ মহেশতলা, ২৪ পরগণা। ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে এক সভার আয়োজন হয় এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হয়।

৪। সম্মিলনী, ইছাপুর, ২৪ পরগণা। গ্রন্থাগার দিবস পালন উপলক্ষে ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ তারিখে আয়োজিত এক সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

**নদীয়া :—**

১। আদর্শ সঙ্ঘ পাঠাগার, মদনপুর, নদীয়া। গত ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ পাঠাগারের তরফ হইতে আড়ম্বরের সহিত গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। শ্রীসাতকড়ি সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভা আয়োজিত হয়। সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২। এড্‌ওয়ার্ড ( সপ্তম ) এ্যাংলো-সংস্কৃত লাইব্রেরী, নবদ্বীপ, নদীয়া। ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ তারিখে গ্রন্থাগার ভবনে স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল কমিশনার শ্রীবিনয়ভূষণ মিত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভার আয়োজন হয়। শ্রীতিনকড়ি বাগ্‌চী গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৩। শান্তিপুর পাব্লিক লাইব্রেরী, শান্তিপুর, নদীয়া। শান্তিপুরের বিভিন্ন গ্রন্থাগার যথা সুভাষ পাঠাগার, শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদ, সুত্রাগড় আনন্দ সম্মিলনী, সুত্রাগড় উচ্চ বিদ্যালয়, অক্ষয় গ্রন্থাগার, উদয়ন পাঠাগার, মিলন সঙ্ঘ, ছাত্র পরিষদ, বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ ও শান্তিপুর পাব্লিক লাইব্রেরীর মিলিত উদ্যোগে ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ শান্তিপুর পাব্লিক লাইব্রেরী ভবনে গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। শ্রীপ্রভাস রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

**বর্দ্ধমান :—**

১। আড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার, আড়গ্রাম, বর্দ্ধমান। ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ তারিখে এক সাধাদিনব্যাপী উৎসবের মাধ্যমে গ্রন্থাগার দিবস আড়ম্বরের সহিত পালিত হয়। অপরাহ্নে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পণ্ডিতের সভাপতিত্বে "গোষ্ঠ বিহারী ভবনে" এক সভার আয়োজন হয়। সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২। পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী পোঃ মানকর, বর্দ্ধমান। গ্রন্থাগার দিবস পালন উপলক্ষে ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ তারিখে শ্রীসাতকড়ি সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভা আয়োজিত হয়। সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৩। পাড়হাট গ্রাম্য উন্নতি পরিষদ ও অ্যাডাল্ট এডুকেশন লাইব্রেরী, পোঃ মাহাচাঁদ, বর্দ্ধমান। ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ গ্রন্থাগার দিবস পালন উপলক্ষে আহূত সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৪। রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, আসানসোল, বর্দ্ধমান। ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ তারিখে শিক্ষক ও ছাত্রদের এক সভায় গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয় এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৫। শ্রীখণ্ড চিত্তরঞ্জন পাঠ-মন্দির, পোঃ শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান। ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ পাঠ-মন্দির প্রাঙ্গণে সভ্য ও সমর্থকদের এক সভায় গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৬। শ্রীগদাধর গ্রন্থাগার, মহরকুলি, বর্দ্ধমান। ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ তারিখে গ্রন্থাগার ভবনে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে এক সভার আয়োজন হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীভোলানাথ ঘোষ। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীগোলগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়। সভায় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উপর বিশদ আলোচনা হয়।

৭। সংগঠন সঙ্ঘ সাধারণ পাঠাগার, সীতাহাটী, বর্দ্ধমান। ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ তারিখে পাঠাগার প্রাঙ্গণে পাঠাগারের সাধারণ সভা, সমর্থক ও স্থানীয় জনসাধারণের এক সভায় গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅমূল্য রতন মজুমদার। সভায় বক্তৃতা করেন শ্রীমাধুরী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীতারকেশ্বর দত্ত।

**মালদহ :—**

১। উন্নয়ন সাহিত্য সমিতি। পোঃ মহদীপুর, মালদহ। ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ তারিখে ডাঃ বৈদ্যনাথ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এক সভায় গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। 'গ্রন্থাগার দিবস' উপলক্ষে প্রেরিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২। সোহিলা বোরোই যুবক সঙ্ঘ পোঃ বোরোই, মালদহ। ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ তারিখে বরুই মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় এক জন-সভার আয়োজন হয়। শ্রীদেবেন্দ্র নাথ জোয়ার্দার সভাপতিত্ব করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৩। বাঁশবাড়ী পাঠাগার, মালদহ। ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ তারিখে এক সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৭। ভারতী গ্রন্থাগার, বাঙ্গীটোলা, মালদহ। ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ বেলা ৪ ঘটিকায় শ্রীভূপেন্দ্র নাথ ঝা মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালন উপলক্ষে এক জনসভা আহূত হয়। বক্তৃতা করেন শ্রীসুধাংশু ভূষণ রায় ও শ্রীসুরেন্দ্র কুমার মিত্র। সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৮। পলিত সাধারণ গ্রন্থাগার ও তরুণ চক্র। মহদীপুর, মালদহ। পাঠাগারের কার্যকরী সমিতির এক সভায় ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ তারিখে গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

**মুর্শিদাবাদ :—**

১　ভগবানগোলা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, পোঃ ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ। ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ তারিখে ছাত্র ও শিক্ষক মণ্ডলীর এক সভায় 'গ্রন্থাগার দিবস' পালনার্থে এক সভা আহূত হয়। সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২। স্বাস্থ্যশ্রী ব্যায়াম সমিতি, পোঃ বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ। ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ তারিখে সমিতির পাঠাগার ভবনে এক আলোচনা সভা হয়। সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয় ও পল্লী অঞ্চলে গ্রন্থাগার শিক্ষণ শিবির স্থাপনের উপরও প্রস্তাব গৃহীত হয়।

**বাঁকুড়া :—**

১। দারাপুর বিবেকানন্দ পাঠ ভবন। পোঃ লেগো, বাঁকুড়া। ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ বেলা ৪ ঘটিকায় শ্রীসুধাংশুচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের সভাপতিত্বে পাঠাগার প্রাঙ্গণে 'গ্রন্থাগার দিবস' উপলক্ষে এক জনসভার আয়োজন হয়। সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২। সন্তুদয় মেত্তাজী লাইব্রেরী। পাত্রসায়র, বাঁকুড়া। 'গ্রন্থাগার দিবস' উপলক্ষে ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ তারিখে সারাদিনব্যাপী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রভাত ফেরী, পতাকা উত্তোলন, পুস্তক প্রদর্শনী, জনসভা প্রভৃতির আয়োজন হয়। জনসভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীনন্দগোপাল সাহা।

**বীরভূম :—**

১। বজ্রনগর সাধারণ পাঠাগার ও ক্লাব। পোঃ বাহিরী, বীরভূম। ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ তারিখে পাঠাগার ভবনে জনাব মোস্তাক হোসেন সাহেবের সভাপতিত্বে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় এক সভার আয়োজন হয়। সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২। দাঁড়সা বীণাপাণী ক্লাব, দাঁড়সা, বীরভূম। ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ তারিখে বৈকাল ৫ ঘটিকায় শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে এক সভার আয়োজন হয়। সভায় বক্তৃতা করেন শ্রীজয়গোপাল রায়। সভায় গ্রন্থাগার দিবসের খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

**মেদিনীপুর :—**

১। আলাপনী, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর। ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ তারিখে শ্রীরাধাশ্যাম বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে আলাপনী প্রাঙ্গণে ও জনসভার মাধ্যমে গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব ও স্থানীয় গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্বন্ধীয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২। ভল্লা পল্লী সেবক সঙ্ঘ, পোঃ হেঁড়িয়া, মেদিনীপুর। ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ তারিখে সঙ্ঘের প্রাঙ্গণে শ্রীগোপাল চন্দ্র সরস্বতীর সভাপতিত্বে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালনার্থে এক সভা আয়োজিত হয়। সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৩। যুব পরিষদ পাঠাগার, পোঃ ঈশ্বরপুর, মেদিনীপুর। ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ তারিখে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভক্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'গ্রন্থাগার দিবস' প্রতিপালিত হয়। সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৪। রঘুনাথ পাঠাগার, সীতাপুর, মেদিনীপুর। ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ তারিখে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালিত হয় ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্ত্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৫। শিশির স্মৃতি পাঠাগার, পোঃ বেলেবেড়া, মেদিনীপুর। ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ তারিখের এক সভায় পাঠাগারের কার্যকরী সমিতি 'গ্রন্থাগার দিবস' পালন করেন এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্ত্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৬। সতীশচন্দ্র শিক্ষা সদন, পোঃ দাসগ্রাম, মেদিনীপুর। ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫

তারিখে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালন উপলক্ষে শ্রীঈশ্বরচন্দ্র প্রামাণিকের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৭। সর্বোদয় গ্রন্থাগার, শাইলচন্দনপুর, পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর। ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ তারিখে শ্রীরাসবিহারী চন্দ মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভায় 'গ্রন্থাগার দিবস' পালিত হয়। সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব ও স্থানীয় সমস্যার উপর প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৮। সুবাসিনী পাঠাগার, পোঃ শ্রীবরা, মেদিনীপুর। ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ তারিখে 'গ্রন্থাগার দিবস পালন উপলক্ষে শ্রীপ্যারীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক সভা পাঠাগারে আহূত হয় এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

**হাওড়া :—**

১। বালী আশুতোষ গ্রন্থাগার, পোঃ বালী, হাওড়া। ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ তারিখের গ্রন্থাগার পরিচালন সংস্কার এক জরুরী সভায় 'গ্রন্থাগার দিবস' প্রতিপালিত হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২। মাধব স্মৃতি পাঠাগার, সালকিয়া স্কুল রোড, হাওড়া। ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ তারিখের এক সভায় 'গ্রন্থাগার দিবস' পালিত হয় এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

**হুগলী :—**

১। গোপীনাথপুর পল্লী পাঠাগার পোঃ জামদাড়া, হুগলী :—পাঠাগার কর্মীদের সক্রিয় সহযোগিতায় ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ তারিখে 'গ্রন্থাগার দিবস' এক সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাড়ম্বরে উদযাপিত হয়। প্রভাত ফেরী, গ্রন্থাগার সজ্জিত করা, জনসভা ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়। সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২। তরুণ লাইব্রেরী, সাহাগঞ্জ, হুগলী। ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ তারিখে গ্রন্থাগারের কার্যকরী সমিতি কর্তৃক গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয় এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৩। ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার। পোঃ ত্রিবেণী, হুগলী। ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ তারিখে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালিত হয় পাঠাগার কক্ষে।

সভাপতিত্ব করেন শ্রীমৃণাল কান্তি মৈত্র। সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৪। প্রবর্তক-সঙ্ঘ গ্রন্থাগার, চন্দননগর। ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ তারিখে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালিত হয়। শ্রীহরিহর চক্র সভাপতিত্ব করেন। শ্রীঅরুণ চক্র দত্ত, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করেন। সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৫। মহামায়া সাহিত্য মন্দির, সেওড়াফুলি, হুগলী। ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ শ্রীবিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে গ্রন্থাগার দিবস পালনার্থে সভা আহূত হয়। সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব ও স্থানীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের উপর প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৬। রামনগর গোপাল সুন্দরী সাধারণ পাঠাগার। সালেপুর, হুগলী। ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ তারিখে এক সারাদিনব্যাপী উৎসবের মাধ্যমে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালিত হয়। সন্ধ্যায় এক জনসভার আয়োজন হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীতীর্থ ভূষণ কুণ্ডু। সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৭। সালেপুর নগেন্দ্র সাধারণ পাঠাগার, সালেপুর, হুগলী। ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ তারিখে এক সারাদিন ব্যাপী উৎসবের মাধ্যমে 'গ্রন্থাগার দিবস' উদযাপিত হয়। সন্ধ্যায় শ্রীকিশোরীমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক জনসভার অনুষ্ঠান হয়।

৮। সুরভী পাঠাগার, ধনিয়াখালী, হুগলী। ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ তারিখে এক সভায় 'গ্রন্থাগার দিবস' উদযাপিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীশিশির মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়।

৯। হুগলী সাহিত্য মন্দির, বি, দে রোড, হুগলী। ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৫ তারিখে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালন উপলক্ষে এক সভার আয়োজন হয়। সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই উপলক্ষে গ্রন্থাগারের তরফ থেকে পুস্তক সংগ্রহ করা হয়।

# পরিষদ সংবাদ

## পরিষদ সংবিধান সংশোধন

গত মালদহ অধিবেশনের এক প্রস্তাবে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সংবিধান সংশোধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া পরিষদের কার্যকরী সমিতি সংবিধান সংশোধনের নিমিত্ত এক কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটির সদস্য ছিলেন শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগোষ্ঠ বিহারী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅনাথ-বন্ধু দত্ত, শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়। এই কমিটি সংবিধান সংশোধনের সুপারিশ কার্যকরী সমিতির নিকট পেশ করেন। কার্যকরী সমিতি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী পরিষদের যথারীতি এক বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া সংবিধান সংশোধনের সিদ্ধান্ত করেন। কার্যকরী সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ১৪ই আগষ্ট ও ৫ঠা সেপ্টেম্বরের বিশেষ সাধারণ সভায় সংশোধিত সংবিধান সাধারণ সদস্যদের বিভিন্ন সংশোধনসহ গৃহীত হয়। সংশোধিত সংবিধান অধিসত্বে কার্যকরী করিবার প্রস্তাবও এই অধিবেশনে গৃহীত হয়। মুদ্রিত সংশোধিত সংবিধান সাধারণ সদস্যদের নিকট শীঘ্রই প্রেরিত হইবে।

## মেদিনীপুরে গ্রন্থাগার শিক্ষণ শিবির

মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের আমন্ত্রণে গত ১৩ই জুলাই ১৯৫৫ তারিখে মেদিনীপুর সহরে রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার ভবনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পরিচালনায় এক গ্রন্থাগার শিক্ষণ-শিবির খোলা হয়। স্থানান্তরে এসম্পর্কে প্রবন্ধাকারে বিবরণী দ্রষ্টব্য।

## পরিষদ সদস্যদের দেয় বার্ষিক চাঁদা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নানাবিধ কার্য্যাবলীর বিস্তারের সঙ্গে পরিষদের আর্থিক দায়ও বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সংবিধান সংশোধনের বিশেষ সাধারণ অধিবেশনে এ বিষয়ে আলোচিত হয় কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং বিষয়টি অপর একটি বিশেষ সাধারণ সভায় আলোচিত হইবে বলিয়া স্থিরিকৃত হয়। গত ১৬ই অক্টোবর ১৯৫৫ তারিখে বেলা ৩টায় কলেজ স্কোয়ারস্থ স্টুডেন্টস্ হলে শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে এক বিশেষ সাধারণ সভায় বিষয়টি আলোচিত হয়। শ্রীধীরেন্দ্র কুমার মিত্রের এক প্রস্তাবে পরিষদের প্রতিষ্ঠান সদস্যদের চাঁদা

বার্ষিক ৫৲ ও ব্যক্তিগত সদস্যদের চাঁদা বার্ষিক ৪৲ ধার্য করিতে বলা হয়। বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর প্রতিনিধি শ্রীঅমল সেন উক্ত প্রস্তাবের সংশোধন হিসাবে প্রতিষ্ঠান সদস্যদের বার্ষিক দেয় চাঁদা ৪৲ ও ব্যক্তিগত সদস্যদের দেয় চাঁদা ৩৲ ধার্য করিতে বলেন। অতঃপর প্রথম প্রস্তাবক সংশোধন গ্রহণ করেন এবং সংশোধিত প্রস্তাব বিনা বাধায় গৃহীত হয়। পরিবর্তিত চাঁদার হার আগামী ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাস হইতে কার্যকরী হইবে।

## দিল্লীতে জাতীয় সমাজ শিক্ষা সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আমন্ত্রণক্রমে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ শ্রীরাখালচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাসকে সারা ভারত সমাজ শিক্ষা সম্মেলনে পরিষদের প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করেন। এই সম্মেলন দিল্লীর নিকটবর্তী চিরাগ দিল্লী নামক স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল "সমাজ শিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা"। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এ বিষয়ে বিভিন্ন মতামত বিশেষ সমাদর লাভ করে ও প্রধান রিপোর্টে স্থান পায়। পরবর্তী সংখ্যায় সম্মেলনের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা রহিল।

## বাৎসরিক সভা ও নূতন কর্ম্ম পরিষদ নির্ব্বাচন

গত ১৬ই অক্টোবর ১৯৪৫ অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় কলেজ স্কোয়ারস্থ স্টুডেন্টস্ হলে শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে পরিষদের বাৎসরিক সভা ও নূতন কর্ম্ম পরিষদের নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নূতন সংশোধিত সংবিধান অনুযায়ী নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পরিষদের বাৎসরিক কার্য-বিবরণী ও আয় ব্যয়ের হিসাব গৃহীত হয়। নিম্নে চলতি বৎসরের নির্ব্বাচিত কর্ম্ম পরিষদের সদস্যবর্গের নাম দেওয়া হইল :

| | |
|---|---|
| সভাপতি : | শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু |
| সহ-সভাপতি : | শ্রীবি, এস, কেশবন |
| | শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় |
| | শ্রীসুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় |
| | শ্রীতিনকড়ি দত্ত |
| | শ্রীযতীন্দ্র মোহন মজুমদার |
| কর্ম্ম-সচিব : | শ্রীফণীভূষণ রায় |
| যুগ্ম-সচিব : | শ্রীরাখালচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস |
| সহ-সচিব : | শ্রীগৌরেন গাঙ্গুলী |

গ্রন্থাগারিক : শ্রীমতী বাণী বসু

কোষাধ্যক্ষ : শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

পত্রিকা সম্পাদক : শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাধারণ ও আজীবন সদস্যের প্রতিনিধি :—

| | |
|---|---|
| শ্রীপরমেশ চন্দ্র বসু | শ্রীমনোজ রায় |
| শ্রীশিবরঞ্জন ঘোষ | শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় |
| শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় | শ্রীগোবিন্দ ভূষণ ঘোষ |
| শ্রীবীরেন্দ্র কুমার মিত্র | শ্রীঅমিতাভ নন্দী রায় |
| শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য | শ্রীঅজিত চক্রবর্ত্তী |
| শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র শীল | জনাব আসাদ আলী |
| শ্রীপ্রমোদ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | শ্রীসন্তোষ চন্দ্র দে |

শ্রীসুরেশ চন্দ্র দাস

**প্রতিষ্ঠান সদস্য :—**

কলিকাতা :—(১) মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী (২) পূর্ব্বাচল (৩) সমাজপতি স্মৃতি সমিতি।

কোচবিহার :—(১) প্রিন্স ডিক্টর নৃত্যোত্তরনারায়ণ ক্লাব

চব্বিশ পরগণা :—(১) বারুইপুর পাব্লিক লাইব্রেরী (২) মুলাযোড় ভারতচন্দ্র লাইব্রেরী (৩) নবাবগঞ্জ সাধারণ গ্রন্থাগার।

জলপাইগুড়ি :—(১) বাবুপাড়া পাঠাগার

নদীয়া :—(১) সপ্তম এডোয়ার্ড এ্যাংলো সংস্কৃত লাইব্রেরী

পশ্চিম দিনাজপুর :—(১) বালুরঘাট সাধারণ গ্রন্থাগার

বর্দ্ধমান :—(১) জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার (২) মানকর পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী

বাঁকুড়া :—(১) সন্ধ্যদয় নেতাজী লাইব্রেরী

বীরভূম :—(১) জুবিলী পাব্লিক লাইব্রেরী

মালদহ :—(১) বি আর সেন পাব্লিক লাইব্রেরী

মুর্শিদাবাদ :—(১) যোগেন্দ্র স্মৃতি মিলনী

মেদিনীপুর :—(১) রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার

হাওড়া :—(১) বালী সাধারণ পাঠাগার (২) শিবপুর পাব্লিক লাইব্রেরী

হুগলী :—(১) চুঁচড়া ইনষ্টিটিউট (২) গরলগাছা পাব্লিক লাইব্রেরী (৩) জনাই সাধারণ পাঠাগার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী—১ জন

বিশ্বভারতী—১ জন

জাতীয় গ্রন্থাগার—১ জন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা অধিকার—১ জন

কলেজ গ্রন্থাগার প্রতিনিধি—যাদবপুর কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেক্‌নলজি

স্কুল গ্রন্থাগার প্রতিনিধি—বিষড়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

**শ্রীস্মিটনের সম্বর্দ্ধনা**

ভারতে বৃটিশ কাউন্সিলের গ্রন্থাগারিক শ্রীজন স্মিটনকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয় বাৎসরিক সাধারণ সভার অব্যবহিত পূর্ব্বে। সভাপতি শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু শ্রীস্মিটন, কলিকাতাস্থ বৃটিশ কাউন্সিলের গ্রন্থাগারিক শ্রীমতি কেনেডি, শ্রীকেনেডি ও শ্রীআরগলসকে উপস্থিত সদস্যের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। অতঃপর শ্রীস্মিটন পরিষদের সদস্যদের উদ্দেশে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। শ্রীস্মিটনের অবস্থান কালে স্থানীয় বৃটিশ কাউন্সিল ভবনে 'সাধারণ গ্রন্থাগারে পাঠককে সহায়তা' সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন।

**পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারিক বৃত্তি শিক্ষণ পরীক্ষার ফলাফল :—**

১৯৫৫ খৃঃ আগষ্ট মাসে অনুষ্ঠিত গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ পরীক্ষায় ৯১ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেন ও ৫৩ জন পরীক্ষায় কৃতকার্য হ'ন। নিম্নে পরীক্ষার্থীদের নাম দেওয়া হইল :

**সম্মানপ্রাপ্ত** ( ক্রমানুসারে ) :—

রোল নম্বর ও নাম—৫৪ বীথিকা সান্যাল, ৬৭ নিরঞ্জন সান্যাল, ১৮ মানসকুমার রায়, এবং ৮ কুলদাপ সেহগল ও ৭২ সরোজগোপাল হাজরা একত্রে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন।

**সাধারণ ভাবে উত্তীর্ণ** ( রোল নম্বর অনুসারে লিখিত ) :—

রোল নম্বর ও নাম—১ বৈদ্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪ অমরপতি রায়চৌধুরী, ৫ শক্তিদাস রায়, ১০ অনিল কুমার চট্টোপাধ্যায়, ১১ রমেন্দ্র মোহন মুন্সী, ১২ অবলা কান্ত দাস, ১৩ প্রীতিসুধা নাগ, ১৪ নারায়ণ চন্দ্র সাহা, ১৫ রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১৭ মাখনলাল গুপ্তচৌধুরী, ২১ সন্তোষ প্রসাদ সান্যাল, ২৪ ইলা বসু, ২৫ কান্তিভূষণ রায়, ২৬ বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য, ২৭ হাউলদা প্রসাদ, ২৯ পূর্ণিমা বসু, ৩০ বিজয়কৃষ্ণ

পাল, ৩১ পবিত্রমোহন রায়, ৩২ মৃণিকা বসু, ৩৪ সান্ত্বনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৫ উমা সেনগুপ্ত, ৩৮ কণিকা গুপ্ত, ৪০ রমলা মুখোপাধ্যায়, ৪২ অরুণলাল দে, ৪৩ অরুণ কুমার দাস, ৪৪ অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়, ৫৫ বলাইচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ৪৬ কৃষ্ণচন্দ্র উপাধ্যায়, ৪৮ বীরেন্দ্র কুমার মিত্র, ৪৯ রাজশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫০ দুর্গারাণী মুখোপাধ্যায়, ৫২ নির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী, ৫৫ শুক্লা রায়, ৫৬ পরেশনাথ মিত্র, ৫৭ রসিক চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৫৮ মদনমোহন চন্দ্র, ৫৯ প্রফুল্ল কুমার ভট্টাচার্য্য, ৬২ অশোকা বর, ৬৩ পঞ্চানন গোস্বামী, ৭০ নবকুমার মুখোপাধ্যায়, ৭৪ শ্রীকান্ত পাঠক, ৭৫ কৈলাসচন্দ্র গোয়েল, ৭৮ হিমাংশু মিত্র, ৭৯ কেশবচন্দ্র সেন, ৮২ আশীষ কুমার সেন, ৮৩ বিমলেন্দু বিকাশ সিংহ, ৮৪ মনীগোপাল বসাক, ৮৫ নির্ম্মলরঞ্জন বসু রায়, ৮৬ কালিশঙ্কর চোয়ারদার, ৮৭ দয়ালহরি গঙ্গোপাধ্যায়, ৯১ সন্ধ্যা গুপ্ত, ৯৩ এস. পি. পট্টবর্দ্ধন, ৯৬ বীণা বসু, ৯৮ প্রণবকুমার বিশ্বাস।

**জেলার গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ শিবিরে শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীগণ :—** গত বৎসর হইতে পরিষদ গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিত গ্রন্থাগার কর্ম্মী গঠনের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তাহারই ফলে জেলা গ্রন্থাগার শিক্ষণ শিবিরের জন্ম। এই সকল শিক্ষা শিবিরে যাঁহারা শিক্ষালাভ করেন তাঁহাদের শিক্ষাশেষে কোন আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় নাই। যাঁহারা নিয়মিত শিক্ষণ শিবিরগুলিতে যোগদান করিয়াছেন কেবল তাঁহাদের নামই নিম্নে দেওয়া হইল।

মালদহ :—

রোহিণী কুমার সরকার—চণ্ডীপুর সবুজ পাঠাগার
কাজি আবদুর রহিম—মজদুর সাহিত্য কুটীর
জনাব আলি মহম্মদ—সুজাপুর পাবলিক লাইব্রেরী
সাতকড়ি চৌধুরী—নঘরিয়া পাবলিক লাইব্রেরী
মহম্মদ আক্রাম আলি—গয়েসবাড়ি ইয়ংমেনস্ লাইব্রেরী
গৌরহরি সাহা—রথকারি জুনিয়র স্কুল
অনিলচন্দ্র কুমার—আড়াইডাঙা দেশবন্ধু পাঠাগার
সুশীলচন্দ্র গুহ—পিপলা পল্লী সমিতি লাইব্রেরী
কবিতা লাহিড়ি—বারলো গার্লস স্কুল
জয়শ্রী লাহিড়ি—মহিলা সমিতি লাইব্রেরী
সবিতা ভট্টাচার্য—
অজিত নাথ ভট্টাচার্য—

গণীন্দ্রনাথ সিংহ—মহিষাদল পাবলিক লাইব্রেরী
মনোরঞ্জন দত্ত—গুড় মাকেট বাণী ভবন
নরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু—টাউন এইচ. ই. স্কুল, মালদহ
নির্মলেশ্বর রায়—হরিশ্চন্দ্রপুর বান্ধব পাঠাগার
অনাথবন্ধু ভট্টাচার্য—চিন্তামণি গার্লস এইচ. ই. স্কুল, মালদহ
অজিতকুমার সেন—মালদহ কলেজ
কালিভূষণ দাস—মালদহ কলেজ
বিভূতিভূষণ দাস—বি. আর. সেন পাবলিক লাইব্রেরী
সুশীলকুমার ভৌমিক— ঐ
পুষ্প রায়— ঐ
সমরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী—রামকৃষ্ণ পল্লী লাইব্রেরী

মেদিনীপুর :—

গোকুলচন্দ্র প্রতিহার—রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম
মদনমোহন দে— ঐ
শুকদেব নন্দী—রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার
বিকুপদ নায়ক—সুভাষ স্মৃতি পাঠাগার
দুর্লভরত্ন মণ্ডল—পলাশপাইরা পল্লী পাঠাগার
দিব্যেন্দু বিকাশ চক্রবর্তী—সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর
সুধাংশুশেখর বাগ—পেটবিদ্ধি
গঙ্গাধর নায়ক—সবুজ সঙ্ঘ পাঠাগার
শক্তিরঞ্জন মিশ্র— ঐ
গঙ্গাধর মারিক—প্রবর্তক সঙ্ঘ শ্রীঅরবিন্দ লাইব্রেরী, রামদেবপুর
পবিত্র সরকার—মিলন মন্দির, খড়্গপুর
শঙ্করিপ্রসাদ পান—তরুণ সঙ্ঘ পাঠাগার, রামজীবনপুর
বিপিনবিহারী দাস—সীপুর সুভাষ পাঠাগার
ঘনশ্যাম কর—মেদিনীপুর ভুনিয়র এইচ. ই. স্কুল
কালীনাথ চট্টোপাধ্যায়—রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার
রঞ্জিতকুমার বেরা—কন্টাই ক্লাব
চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য—মেদিনীপুর এইচ. ই. স্কুল

১৯৫৫ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ডিপ্লোমা পরীক্ষার ফলাফল :—

সম্মানপ্রাপ্ত :—সুনীল বিহারী ঘোষ

অরুণকান্তি দাশগুপ্ত

সাধারণভাবে :—তপতী বন্দ্যোপাধ্যায়, গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, অনিলরঞ্জন দাস, অঞ্জলী দত্ত, তপতী মৈত্র, শান্তিময় মিত্র, শঙ্করপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, মায়া রায়, দুলাল চাঁদ শী, সৈয়দ জমিল আহ্‌মেদ।

---

## নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আমন্ত্রণে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের একাদশ অধিবেশন আগামী মার্চ মাসে কলিকাতায় আহ্বানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। সেই উদ্দেশ্যে গত ১৪ই জানুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীনির্মল কুমার সিদ্ধান্তের পৌরোহিত্যে বারভাঙ্গা হলে এক সভার আয়োজন হয়। শ্রীসিদ্ধান্তকে সভাপতি নির্বাচিত করিয়া এক অভ্যর্থনা সমিতি সংগঠিত হয়। শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র ঘোষ ও শ্রীতিনকড়ি দত্ত উক্ত সমিতির যথাক্রমে সচিব ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। সারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হইতে দুই-তিনশত প্রতিনিধি উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত হইবেন আশা করা যাইতেছে।

---

## আগামী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

### স্থান নির্বাচন

প্রতি বৎসরের ন্যায় এবৎসরও ইষ্টারের ছুটিতে (৩০শে মার্চ, ১৯৫৬) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। দুই একটি প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই স্ব স্ব এলাকায় উক্ত সম্মেলন অনুষ্ঠানের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান স্বীয় এলাকায় সম্মেলন আহ্বান করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে অনতিবিলম্বে পরিষদ সম্পাদকের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে অনুরোধ জানান যাইতেছে। পরিষদ কার্যালয়ে প্রাপ্ত এই সমস্ত আমন্ত্রণের ভিত্তিতে পরিষদের কার্যনির্বাহক সংসদ সম্মেলনের স্থান নির্বাচন সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

### সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়

উক্ত সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে মতামত ও সর্বপ্রকার পরামর্শ পরিষদ সম্পাদক কর্তৃক সাদরে গৃহীত হইবে। এই সকল পরামর্শ সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনে পরিষদকে বিশেষরূপে সাহায্য করিবে।

---

# গ্রন্থ সমালোচনা

**গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক** ( ১ম খণ্ড )—শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায় এম-এ, ডিপ-লিব প্রণীত : ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা—১২। ২২৪ পৃষ্ঠা ; মূল্য ৪৲ টাকা।

গ্রন্থাগারের সাফল্য নির্ভর করে কর্মকুশল কর্মীর সুদক্ষ পরিচালনার উপর। কুশলতা অর্জন করবার জন্য অধ্যয়ন এবং হাতে-কলমে কাজ করবার অভিজ্ঞতা—এই দুই-ই প্রয়োজন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় গ্রন্থগুলির সবই ইংরেজী ভাষায় লেখা, এবং বিদেশী লেখকদের রচনা। আমাদের দেশের স্বল্প বেতনভুক্ গ্রন্থাগার কর্মীদের পক্ষে ইংরেজী পুস্তকের আলোচনা সম্যক উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। স্কুলে-কলেজে ইংরেজী শিক্ষার মান ক্রমশঃ নিচু হচ্ছে ; সুতরাং গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা যে ইংরেজী ভাষায় লেখা বইগুলির মর্ম গ্রহণ করতে অসুবিধা বোধ করবে তা স্বাভাবিক। ভাষা ছাড়াও পরিবেশের পার্থক্য আছে। বিদেশী লেখকের গ্রন্থ বিদেশের গ্রন্থাগার পরিচালনার উদ্দেশ্যে রচিত। এদেশের গ্রন্থাগারের সমস্যা বিদেশী বই থেকে সম্পূর্ণরূপে সমাধান করা যায় না।

বাঙলায় গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের পুস্তক রচনার দায়িত্ব অভিজ্ঞ গ্রন্থাগার কর্মীদের। আশার কথা, রাজকুমার বাবু বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে এবং বই লিখে এই দায়িত্ব পালন করছেন। গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক ( ১ম খণ্ড ) গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ। আলোচ্য পুস্তকে রাজকুমার বাবু পুস্তক নির্বাচন, বর্গীকরণ ও তালিকাকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এরূপ বিস্তৃত আলোচনা এর পূর্বে বাঙলা ভাষায় হয়নি। শিক্ষার্থী ও কর্মী উভয়েই এই আলোচনা দ্বারা উপকৃত হবেন।

অবশ্য আলোচনার কোথাও কোথাও কিছু ত্রুটি ও ভুল চোখে পড়বে। প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়া স্বাভাবিক। তালিকাকরণ অধ্যায়ের কয়েকটি ত্রুটি সম্বন্ধে রাজকুমার বাবু নিজেই অবহিত হয়েছেন। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে। বাঙলা সাহিত্য গ্রন্থ বর্গীকরণের জন্য রাজকুমার বাবু যে তালিকা প্রণয়ন করেছেন সে সম্বন্ধে একমত না হয়েও বলা যায় যে ত্রুটি উল্লেখযোগ্য এবং পথপ্রদর্শনকারী প্রচেষ্টা।

ছাপা, বাঁধাই প্রশংসনীয়। রাজকুমার বাবুর ভাষা প্রাঞ্জল। আমরা বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

# গ্রন্থাগারের নিয়মাবলী

১। গ্রন্থাগার ত্রৈমাসিক পত্র।

২। গ্রন্থাগারের বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সডাক ৩৲ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ১৲ টাকা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভ্যগণ বর্ত্তমানে পত্রিকা বিনামূল্যে পাইতেছেন।

৩। সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক ও পত্রিকার জন্য সংবাদ ও প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ডাক টিকিট ও ঠিকানাযুক্ত খাম দেওয়া থাকিলে ফেরত দেওয়া হয়।

৪। পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংবাদ পত্রিকা কার্য্যালয়ে রবিবার ও ছুটির দিন ব্যতীত অন্যান্য দিন সন্ধ্যা ৬৷৷০ হইতে ৮৷৷০টার মধ্যে অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে।

৫। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চাঁদার হার নিম্নলিখিত রূপ :—

| | | |
|---|---|---|
| দাতা ( আজীবন ) | ... | ১৫০৲ দেড়শত টাকা। |
| আজীবন সভ্য | | ৭৫৲ পঁচাত্তর টাকা। |
| ব্যক্তিগত সভ্য | বার্ষিক | ৩৲ তিন টাকা। |
| প্রতিষ্ঠান সভ্য | " | ৭৲ চার টাকা। |

৬। গ্রন্থাগারে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের হার :—

| | |
|---|---|
| সাধারণ এক পৃষ্ঠা | ৩০৲ ত্রিশ টাকা প্রতিবার |
| ঐ অর্ধ পৃষ্ঠা | ১৬৲ ষোল টাকা " |
| ঐ সিকি পৃষ্ঠা | ১০৲ দশ টাকা " |
| মলাটের পশ্চাৎভাগের পূর্ণ পৃষ্ঠা | ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা " |
| " " অর্ধ পৃষ্ঠা | ২৫৲ ছাব্বিশ টাকা " |
| পশ্চাতের মলাটের ভিতর পৃষ্ঠা (পূর্ণ) | ৪০৲ চল্লিশ টাকা " |
| " " " (অর্ধ) | ২২৲ বাইশ টাকা " |
| পশ্চাতের মলাটের বাহিরের পূর্ণ পৃষ্ঠা | ৬০৲ ষাট টাকা " |
| " " অর্ধ পৃষ্ঠা | ৩৫৲ পঁয়ত্রিশ টাকা " |

৭। গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় টাকাকড়ি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা—১২ ( Central Library, The University, Calcutta—12), ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

গ্রন্থাগার কার্য্যালয় : ৩৩, হজুরীমল লেন,
কলিকাতা-১৪।

সম্পাদক,
"গ্রন্থাগার"

# বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পারষদের

## প্রকাশিত পুস্তকাবলী

- **গ্রন্থকারনামা**—প্রমীলচন্দ্র বসু প্রণীত—মূল্য ২৲
  বাংলা পুস্তক বর্গীকরণে গ্রন্থাগারিকের পক্ষে অপরিহার্য ও সর্বদা ব্যবহার্য নির্দেশিকা
  —বাংলা ভাষায় একমাত্র গ্রন্থ।

- **লাইব্রেরী সংরক্ষণ**—অধ্যাপক মীনেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত—মূল্য ১৲
  গ্রন্থাগার ও মিউজিয়াম ইত্যাদি সংরক্ষণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোচনা।

- **বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পত্রিকা, বিশেষ সংখ্যা**—মূল্য ।৹

- **বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পত্রিকা ১৯৫০**—মূল্য ১৲

- **বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েসন্ বুলেটিন্ (ইংরেজী)**
  প্রথম খণ্ড ১৯৩৭—মূল্য ৪৲ দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৩৮—মূল্য ৪৲ তৃতীয় খণ্ড ১৯৩৯—মূল্য ৪৲ চতুর্থ খণ্ড ১৯৪০—মূল্য ৪৲ পঞ্চম খণ্ড ১৯৪১-৪৬—(নিঃশেষিত) ষষ্ঠ খণ্ড ১৯৪৭—মূল্য ৩৲ সপ্তম খণ্ড ১৯৪৮—মূল্য ৩৲ অষ্টম খণ্ড ১৯৫০—মূল্য ২৲ নবম খণ্ড ১৯৫৩—মূল্য ২৲ বুলেটিনের সম্পূর্ণ বাঁধানো সেট এখনো অল্প সংখ্যক পাওয়া যায়—মূল্য ২৬৲।

- **বেঙ্গল লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী ১৯৪২**—মূল্য ২৲
  ডাইরেক্টরীর পরিবর্ধিত ও সংশোধিত নূতন সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

- **গ্রন্থাগার**—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ত্রৈমাসিক মুখপত্র
  বৎসরে চারিটী সংখ্যা প্রকাশিত হয়।
  বার্ষিক চাঁদা ৩৲ প্রতি সংখ্যা ১৲

- **গ্রন্থাগার**—মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় প্রণীত।

- **দেশ বিদেশের গ্রন্থাগার**—মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় প্রণীত।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

**বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কার্য্যালয়,**

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২

অথবা

৩৩, হুজুরীমল লেন, কলিকাতা-১৪।

শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক নিউ ইণ্ডিয়া প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৩১এ, কলেজপাড়া রোড, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত।